সূচীপত্র


# সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ১৩-১৪
৩০ ডিসেম্বর-২০২৪
সোমবার

এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ, স্কটল্যান্ড

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
# আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## ব্যাংক একাউন্টসমূহ

### বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

### বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

### সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

### মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সাপ্তাহিক

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ১৩-১৪
✱ বার : সোমবার

◈৩০ ডিসেম্বর- ২০২৪ ঈসায়ী
◈১৫ পৌষ- ১৪৩১ বাংলা
◈২৭ জমাদিউস সানি- ১৪৪৬ হিজরি



সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
**অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক**

সম্পাদক
**আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন**

সহযোগী সম্পাদক
**মুহাম্মদ গোলাম রহমান**

প্রবাস সম্পাদক
**মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী**

ব্যবস্থাপক
**রবিউল ইসলাম**

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী



যোগাযোগ

**সাপ্তাহিক আরাফাত**

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পাদক | : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬ | বিপণন অফিসার | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০ |
| সহযোগী সম্পাদক | : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ | কম্পিউটার বিভাগ | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭ |
| ব্যবস্থাপক | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১ | টেলিফোন | : ০২-৭৫৪২৪৩৪ |

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat


মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين


### গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

| দেশ | বার্ষিক | সান্মাসিক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৩৫০/- |
| দক্ষিণ এশিয়া | ২৮ U.S. ডলার | ১৪ U.S. ডলার |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| মধ্যপ্রাচ্য | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ | ৫০ U.S. ডলার | ২৬ U.S. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ U.S. ডলার | ২০ U.S. ডলার |

**“সাপ্তাহিক আরাফাত”**

**ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**

**বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)**

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

**“সাপ্তাহিক আরাফাত”**

**অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

## সূচিপত্র


- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **যিক্‌র ও আহলে যিক্‌রের পরিচয় : উদাসীনতার নির্মম পরিণাম!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - ❖ **আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন : পরিণতি ভয়াবহ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **চিকিৎসা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য : রোগীদের কুপোকাত**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১৩
  - ❖ **বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল (ﷺ)-এর নীতি ও আদর্শ**
    মো. আনোয়ার হোসেন- ১৭
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর পছন্দনীয় খাবার**
    সংকলনে : মুহাম্মদ রমজান মিয়া- ২০
- **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **মো. বিন আ. ওয়াহ্হাব এবং বাইতুল হারামের ইতিকথা**
    মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম- ২১
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **হত্যাকারী এক লোকের তাওবাহ্**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৩
- **বিশেষ মাসায়িল :**
  - ❖ **পুত্রবধূ কি শ্বশুড়-শাশুড়ির সেবা করতে বাধ্য?**
    আরাফাত ডেস্ক- ২৪
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **ফেরেশ্‌তাদের দু'আ পেয়ে জীবন হোক ধন্য**
    আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ২৭
- **সমাজ চিন্তা :**
  - ❖ **ইসলামী শিষ্টাচার বা আদব**
    সংকলনে : হাফিয মুহা. আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ৩০
- **অভিব্যক্তি :**
  - ❖ **আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন**
    মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ৩৪
- **অভিমত :**
  - ❖ **ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা ও পরামর্শ**
    আহসান শেখ- ৩৫
- **বিজ্ঞান-প্রযুক্তি** ..... ৩৭
- **কবিতা** ..... ৩৯
- **জমঈয়ত ও শুব্বান সংবাদ** ..... ৪০
- **স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা** ..... ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ..... ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ..... ৪৭

সম্পাদকীয়

# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে আমাদের প্রত্যাশা

*২০২৪ শিক্ষাবর্ষ নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো। আসছে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ। জানি না কেমন যাবে? তবে ভালো কিছু আশা করার মধ্যেই প্রশান্তি। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড –এটি বাস্তব সত্য হলেও যেন আজ তা প্রবাদে পরিণত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সনদধারী শিক্ষিতদের অনেকেই নিজ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। বেকারত্ব, কর্মবিমুখতা, অপসংস্কৃতি, মনুষ্যত্বহীনতা, বেপরোয়া জীবন, অসৃজনশীলতা ক্রমশঃ তাদেরকে হীনমন্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এসবের অন্তরালে লুকিয়ে আছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ও তার কু- প্রভাব।*

*ইসলাম শিক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ওয়াহীর প্রথম নির্দেশ– "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" যে জ্ঞান মহান আল্লাহকে জানতে ও চিনতে সহায়তা করে, সে জ্ঞানই যথার্থ ও সঠিক। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান মানুষকে তার রব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে রাখে, সে জ্ঞান কখনো সু-শিক্ষা হতে পারে না; বরং তা কুশিক্ষা। শিক্ষাতো আলোকবর্তিকার নাম, যা মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়। সত্য-মিথ্যা পার্থক্য জ্ঞান শেখায়, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আজ দেখছি দুর্নীতির শীর্ষে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। পদ-পদবির জন্য তারা নিজ নৈতিকতা ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। স্বার্থের জালে আটকা পড়ে নীতি ও নৈতিকতাকে ভুলে যায়। কেউ কেউ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার কুমতলবে ইচ্ছে করে অনৈতিক কাজ করে ফেলে। আর যখন জিজ্ঞাসার সম্মুখীত হয়, না জানার ভান করে একেবারে সাধু সেজে বলে- বুঝতে পারিনি, আমার ভুল হয়ে গেছে। তখন এমন ব্যক্তির পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য কিছু লোক চাটুকারিতা শুরু করে। এসব দেখে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও কিছু বলতে পারে না। এ হলো আমাদের সমাজের কিছু চিত্র।*

*শিক্ষাকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) ইসলামী শিক্ষা, (২) সাধারণ শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা হুকুমভেদে কখনও ফর্‌যে আইন, কখনো ফর্‌যে কিফায়া, কখনো মুবাহ আবার কখনো হারাম হয়। অপসংস্কৃতি ও যাদু বিদ্যা হারাম। আর সাধারণ শিক্ষা যা মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় এবং যাতে কোনোপ্রকার অবৈধ শিক্ষা থাকে না, সে সব শিক্ষা ইসলাম সমর্থন করে। নিজের ঈমান-'আক্বিদাহ্ ঠিক রেখে মানুষ নিজ সন্তানকে এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারে। যেমন- চিকিৎসা, প্রকৌশল ও প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি।*

*২০২৫ শিক্ষা বর্ষে আমাদের দাবি ও প্রত্যাশা থাকবে, যেন মূর্তি পূজা, গো-মাতা পূজা, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদির ন্যায় প্রকাশ্য কুফ্‌রী শিক্ষার কোনো দূরতম সম্পর্ক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকে; বরং ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার উপর ভিত্তি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। মনে রাখতে হবে- এ দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। আর যা সত্য, তাই হলো জনমত। নিঃসন্দেহে ইসলামী আদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থাই এ দেশের প্রকৃত জনমত। আর জনমত তথা সত্যের বিপরীত কোনো কিছুর মাঝে জাতির কল্যাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক দীনের ভিত্তিমূলে অবিচল থেকে নিজ নিজ সন্তানকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা তাওফীক্ব দিন –আমীন।* ☒

## আল কুরআনুল হাকীম

# যিক্র ও আহলে যিক্রের পরিচয় : উদাসীনতার নির্মম পরিণাম!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

### আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى﴾

### সরল বাংলায় অনুবাদ

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।"[১]

### সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দরসে উল্লেখিত আয়াত কুরআনুল কারীমের ২০তম সূরা, সূরা ত্ব-হা-'র ১২৪-১২৬ নং আয়াত। এটি মাক্কি সূরা তথা সূরাটি মহানবী (ﷺ)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার আগে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরায় ১৩৫টি আয়াত রয়েছে এবং এতে ৮টি রুকূ'উ রয়েছে।

### সূরার নামকরণ ও শানে নুযূল

সূরার শুরুতে 'ত্ব-হা' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। এ সূত্র ধরেই এই সূরার নাম ত্ব-হা রাখা হয়েছে। কুরআন অবতরণের ধারাক্রম এবং বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী সূরা মারইয়াম-এর পর সূরা ত্ব-হা অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে সূরা মারইয়ামের শেষের দিকে বলা হয়েছে যে, মহানবী (ﷺ)-এর জন্য কুরআন সহজ করে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য সূরা ত্ব-হা-'র শুরুতেও কুরআনের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এভাবেই উভয় সূরার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে।

### আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মাক্কি সূরাগুলোর মতো। অর্থাৎ- এখানে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূরায় মানুষের উপর কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, কুরআন তাদের জন্য উপদেশ যারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালককে ভয় করে। এরপর মহান আল্লাহর সাথে নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কথোপকথন বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। তাঁর লাঠি ও সাদা হাতের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর ভাই হারুন (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর সহযোগী হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের কাছে নম্র ভাষায় দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গো-বৎস পূজা করে বানী ইসরা-ঈলের পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূরায় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদম ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সূরায় যিক্রবিমুখদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা যিক্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের পার্থিব জীবন সংকীর্ণ করে দেন। আর পরকালে তারা অন্ধ হয়ে উঠবে। এই সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে পরকালের পরীক্ষাস্বরূপ। তাই এসবের মধ্যে ডুবে না গিয়ে পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার তাগিদ দিতে বলা হয়েছে। কাফিররা দ্রুত শাস্তি চায়। এদেরকে শাস্তির অপেক্ষায় থাকার ধমকি দিয়ে এই সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

### আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ﴾

"আর যে আমার যিক্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

**ব্যাখ্যা :** ذِكْرِ (যিক্র)-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা-

---

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা ত্ব-হা- : ১২৪-১২৬।*

**এক. যিক্র মানে কুরআন :** যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষক।"[২]

**দুই. যিক্র মানে সালাত বা নামায :** যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

"আর আমার যিক্র হিসেবে সালাত বা নামায আদায় করো।"[৩]

**তিন. যিক্র দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল (ﷺ) :** যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

**অর্থ-** "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর যিক্র তথা রাসূল অবতীর্ণ করেছেন। যে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে যাতে করে তিনি যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনতে পারে।"[৪]

**চার. যিক্র দ্বারা উদ্দেশ্য তাসবিহ্ ও তাহ্লীল :** যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

"অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করবে।"[৫]

তাছাড়া হাদীসে এসেছে–

أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

**অর্থ-** সর্বোত্তম যিক্র হলো– লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্।[৬]

**পাঁচ. যিক্র এর আরো একটি অর্থ হলো– উপদেশ :** যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَذَكِّرْ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾

**অর্থ-** "কাজেই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র।"[৭]

[২] *সূরা আল হিজ্র : ৯।*
[৩] *সূরা ত্ব-হা- : ১৪।*
[৪] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ১০-১১।*
[৫] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*
[৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩৮৩।*
[৭] *সূরা আল গা-শিয়া : ২১।*

আলোচ্য আয়াতে যিক্র দ্বারা উপরের সবগুলোই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে অধিকাংশের মতে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের ধারক ও বাহক 'আলেম-'উলামাকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আহলে যিক্র বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা যদি (কোনো বিষয়) না জানো তাহলে আহলে যিক্র ('আলেম-'উলামা)-দেরকে জিজ্ঞাসা করো।"[৮]

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

"আল্লাহর যিক্র থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার পরিণাম হবে এই যে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।"[৯]

**ব্যাখ্যা :** আল-কুরআনে যে লোকের জন্য সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাদের সে সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবন কোথায় হবে তা নির্ধারণে বেশ কয়েকটি মত রয়েছে। যথা-

**এক- তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে :** অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এই দুনিয়ায় যে রিয্ক বরাদ্ধ দিয়েছিলেন তা তিনি সংকীর্ণ করে দিবেন। অথবা তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। ফলে অর্থ-সম্পদ সে যতই সঞ্চয় করুক না কেন আন্তরিক শান্তি তার ভাগ্যে জুটবে না। লোভ-লালসা, কিছু একটা না পাওয়ার কিংবা আরো বেশি পাওয়ার আকাংখা তার জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবে। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু সম্পদ-প্রাচুর্য্যে নয়।[১০]

**দুই-** অনেক মুফাস্সিরের মতে এখানে সংকীর্ণ জীবন বলতে কবরের জীবনকে বুঝানো হয়েছে।[১১] অর্থাৎ- কবর তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যাবে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির মাধ্যমে তাদের কবরের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হবে। কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে– বাম পাঁজরের হাড় তার ডান পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

[৮] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৩।*
[৯] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[১০] *ইবনু কাসীর; ফাতহুল কাদীর।*
[১১] *ইবনু কাসীর।*

স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও সেখানকার 'আযাব বুঝানো হয়েছে।[১২] তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে কবরের যিন্দেগীর বিভিন্ন শাস্তির যে বর্ণনা এসেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের উপদেশ হতে বিমুখ হবে কবরে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কবরের শাস্তি সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন– যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি– তাকে ন্যস্ত করা হবে ৯৯টি বিষাক্ত তিন্নিন সাপের কাছে। তোমরা কি জানো তিন্নিন কি? তিন্নিন হলো– এমন সাপ যার প্রত্যেকটির রয়েছে ৭টি করে মাথা। যেগুলো দিয়ে সে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে থাকবে ও ছিঁড়তে থাকবে কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত।[১৩] তাছাড়া কুরআনুল কারীমে তো স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,

﴿وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾

**অর্থ-** "আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিক্র হতে বিমুখ, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।"[১৪]

صَعَدًا মানে অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক শাস্তি।

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى﴾

"এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় হাশ্র করাবো।"

**ব্যাখ্যা :** এখানে অন্ধ অবস্থার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা-

**এক.** বাস্তবিকই সে অন্ধ হয়ে উঠবে। আর এটা একেবারে স্বাভাবিক। দুনিয়াতেই তো অনেক মানুষ ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। ভিন্ন ভিন্ন পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে একটু সুস্পষ্ট দেখার জন্য। মহান আল্লাহর যিক্র ও আহলে যিক্রে উপদেশে উদাসীন ব্যক্তিবর্গ সেই দিন পুরোপুরি অন্ধ অবস্থায় উঠবে।

**দুই.** অথবা সেদিন সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে শুধু জাহান্নামই দেখবে। দেখবে– জাহান্নাম তার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।[১৫]

**তিন.** অথবা সে তার পক্ষে কোনো প্রকার প্রমাণাদি পেশ করার মতো কিছু দেখতে পাবে না এরূপ অন্ধ থাকবে।[১৬]

[১২] *মুস্তাদরাকে হাকিম- ২/৩৮১, হা. ৩৪৩; ইবনু হিব্বান- ৭/৩৮৮, ৩৮৯, হা. ৩১১৯।*
[১৩] *ইবনু হিব্বান- হা. ৩১২২; আদ্ দারেমী- হা. ২৭১১।*
[১৪] *সূরা আল জিন্ : ১৭।*
[১৫] *সূরা আন্ নাবা- : ২১।*
[১৬] *ইবনু কাসীর; ফাতহুল কাদীর।*

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى﴾

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতগুলোতে হাশ্রের মাঠে মহান প্রতিপালকের সাথে অন্ধ ব্যক্তিদের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন সে মহান আল্লাহকে বলবে– হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে (আজকে) অন্ধ করে উত্থিত করলেন? অথচ আমি তো (দুনিয়ায়) চক্ষুষ্মান ছিলাম। জবাবে আল্লাহ সুব্হা-নাহু তা'আলা বলবেন, তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে সেরূপ আজকেও তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। نسيان শব্দের অর্থ যেমন- ভুলে যাওয়া। তেমন এর আরো একটি অর্থ হলো– ছেড়ে দেওয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে– তুমি যেমন দুনিয়াতে আমার যিক্রকে ছেড়ে দিয়েছ তেমন আজকে তোমাকেও জাহান্নামে ছেড়ে রাখা হবে।[১৭]

### আয়াতের শিক্ষাসমূহ

**এক-** কুরআন-সুন্নাহের কোনো নির্দেশ থেকে কখনও গাফেল বা উদাসীন হওয়া যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যা নির্দেশ করেছেন তা রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

**দুই-** সালাত (নামায)-এ উদাসীন থাকা যাবে না। সালাতে ও সালাতের বাইরে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। বেশি বেশি তাসবিহ্ তাহলীল পাঠ করতে হবে এককথায় সদা-সর্বদা আমাদেরকে যিক্রে মশগুল থাকতে হবে।

**তিন-** আহলে যিক্র ('আলেম-'উলামা)-দের নিকট থেকে না জানা বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে। তাদের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করতে হবে। বেশি বেশি যিক্রের মজলিসে বসতে হবে।

**চার-** কুরআন-সুন্নাহর কোনো বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হতে বিরত থাকতে হবে।

**পাঁচ-** মহান আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণে রেখে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে হবে। ☒

[১৭] *তাফসীর ফাতহুল কাদীর।*

## হাদীসে রাসূল ﷺ

# আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন : পরিণতি ভয়াবহ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

### রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ : إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

### সরল বাংলা অনুবাদ

যুবাইর ইবনু মুত্ব'ঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৮]

### রাবি পরিচিতি

প্রিয়নবী (ﷺ)-এর অন্যতম প্রিয় সহচর ছিলেন যুবায়র ইবনু মুত্ব'ঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন আরবদের অন্যতম বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ ও একজন সুদক্ষ বিচারক। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হলো–

তাঁর নাম যুবায়র। উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম মুত্ব'ঈম ইবনু আদী ইবনে নওফল। মাতার নাম উম্মু হাবীবা বা উম্মু জামিল। বংশধার– যুবায়র ইবনু মুত্ব'ঈম ইবনে আদী ইবনু নওফল ইবনে আবদে মানাফ আল কুরাইশী আন নাওফলী।

তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে একটি সম্ভ্রান্ত শাখায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিনি মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি খায়বার বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে, হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিক ছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দিদের ফিদইয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে আগমন করেছিলেন! বদর যুদ্ধে যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র চাচা ও হিন্দার পিতা 'উত্বাহ্ হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাতে নিহত হয়। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিন্দা ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় দাস ওয়াহশীকে উহুদ যুদ্ধে এই বলে প্রেরণ করল যে, যদি সে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করতে পারে, তবে তাকে আযাদ করে দেওয়া হবে। যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হিন্দার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওয়াহশী হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ওপর আক্রমণ করলে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

তিনি রাসূল (ﷺ)-এর মাদানী যুগের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বদর, উহুদ, খন্দকসহ অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ৬৭৯ খ্রিস্ট্রাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

### হাদীসের ব্যাখ্যা

মানুষ সামাজিক জীব। সৃষ্টির সেরা মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক ও সমাজবদ্ধভাবে সৃষ্টি করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক চেতনাবোধ থেকেই মানুষ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে চায়। এটা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব।

আত্মীয় বলতে আমরা বুঝি আপন লোকজনকে। এক বংশ ও রক্ত যার শরীরে বহমান তিনিই রক্ত সম্পর্কের আপনজন। বৈবাহিক কারণেও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক আবার কাছের ও দূরের বিভাজনে বিভক্ত। সেটা অবশ্য ভিন্ন প্রেক্ষাপট। মোট কথা, আত্মীয়স্বজন বলতে আমরা বুঝি আত্মিক সম্পর্ক, যিনি আমার সুখে সুখি, আমার দুঃখে দুঃখি, তিনিই আমার আত্মীয়। যিনি আমার উন্নতি/অগ্রগতিতে আনন্দিত হবেন, বিপদের সময় পাশে থাকবেন, আমার কল্যাণ কামনা করবেন, পেছনে অযথা বদনাম করবেন না, আমার সাথে

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৬।*

মিত্ররূপী শত্রুর মতো আচরণ করবেন না, আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবেন না, তিনিই আমার আত্মীয়, পরম স্বজন। আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করে এক অনাবিল শান্তির আয়োজন করে দিয়েছেন। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভাইবোন, দাদা-দাদী, চাচা-ফুফু, নানা-নানী, মামা-খালা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই আমাদের জন্য মহান রবের পক্ষ থেকে এক অপূর্ব ও অফুরন্ত নিয়ামত। আমরা একে অপরের সান্নিধ্যে উপভোগ করি নিবিড় প্রশান্তি। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, এ সম্পর্ক ছিন্ন করাও কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে যেমন রয়েছে পুরস্কার, তেমনই এ সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা করো এবং আত্মীয়তাকেও ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"[১৯]

উল্লিখিত আয়াত মহান আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি আত্মীয়তাকেও ভয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার মর্মার্থ হলো; আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম অবনত মস্তকে গ্রহণ করে তা সম্পাদন করা এবং যাবতীয় হারাম বা নিষিদ্ধ কাজসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে বর্জন করা। আর আত্মীয়তাকে ভয় করার অর্থ হলো, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া, বিপদাপদে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সর্বোপরি আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সালামের বিনিময়ে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখো।[২০]

তিনি আরো বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ.

'জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।'[২১]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে– যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখবেন; আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন।[২২]

**আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের উপর লানত ও অভিসম্পাত :** আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের নিন্দা করেন এবং তাদেরকে লানত ও অভিসম্পাত দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ○ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।"[২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

[১৯] *সূরা আন্ নিসা : ৮/১।*

[২০] *তাবারানী।*

[২১] *সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ৬৭৮।*

[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৫।*

[২৩] *সূরা মুহাম্মাদ : ২২-২৩।*

﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ﴾

“যারা আল্লাহকে দেওয়া দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে লানত ও অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ আবাস।”[২৪]

**আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষতিগ্রস্ত ফাসেকদের দলভুক্ত :** জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী পাপাচারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ○ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾

“বস্তুত তিনি ফাসেকদের ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”[২৫]

**আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক ‘আমল আল্লাহ তা‘আলা গ্রহণ করেন না :** আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক ‘আমল আল্লাহ তা‘আলা গ্রহণ করেন না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

اَنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْـجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

“আদম সন্তানের ‘আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা‘আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর ‘আমল গ্রহণ করা হয় না।”[২৬]

**আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্ক ছিন্ন করেন :** যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তা‘আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ. قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ فَذَاكِ لَكِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ".

‘আল্লাহ তা‘আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করলেন, তখন ‘রেহেম (আত্মীয়তা)’ উঠে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর কোমর ধরল। আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও? সে বলল, এটা হলো আত্মীয়তা ছিন্নকারী হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান! তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? রেহেম বলল, জ্বী হ্যাঁ, প্রভু! তিনি বললেন, এটা তো তোমারই জন্য। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইচ্ছা হলে পড়তে পার, “তবে কি (হে মুনাফিক্ব সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধনসমূহকে ছিন্ন করবে”[২৭]।[২৮]

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন,

قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنَ اسْمِيْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

[২৪] *সূরা আর্ রা'দ : ২৫।*
[২৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬-২৭।*
[২৬] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০২৭৭।*
[২৭] *সূরা মুহাম্মাদ : ২২।*
[২৮] *আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৫০, সনদ সহীহ।*

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আমি আমার নাম (রহমান) থেকেই 'রাহেম' (আত্মীয়তার বন্ধন)-এর নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমা হতে ছিন্ন করব।[২৯]

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই। আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

"দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ নেই যে গুনাহ গারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।"[৩০]

**আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার পুরস্কার :** আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের খোঁজখবর রাখা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-ও তাঁর উম্মতদের এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখে।[৩১]

প্রতিটি মু'মিনের উচিত আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সহযোগিতা করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন, তাদের মধ্যে মা-বাবার পরই নিকট আত্মীয়দের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا﴾

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে।"[৩২]

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্কের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও দেন। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।[৩৩]

### শিক্ষাসমূহ

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়;
২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না;
৩. দুনিয়াতে তার জীবিকা বৃদ্ধি হয়;
৪. কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা;
৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর উপর মহান আল্লাহর লানত;
৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি যে মজলিসে অবস্থান করে, সেখানে মহান আল্লাহর রহমত থাকে না। ☒

[২৯] *আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৫৩, সনদ সহীহ।*
[৩০] *আবূ দাউদ- হা. ৪৯০২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১১।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৩৮।*
[৩২] *সূরা আন্ নিসা : ৩৬।*
[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৬৭।*

## প্রবন্ধ

# চিকিৎসা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য : রোগীদের কুপোকাত

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

শুক্রবার ২৭/১২/২৪ সকালে দিনাজপুর পৌঁছি। দিনাজপুর সেন্ট্রাল জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদে জুমু'আর নামায। মসজিদে বন্ধুবর মনসুর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ। বড্ড সজ্জন ব্যক্তি। বহু বছর ব্যাংকে চাকরির অভিজ্ঞতায় টুইটম্বুর। জীবন সায়াহ্নে প্রতি পদে পদে হোঁচট খেয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা। প্রস্টেট সংক্রান্ত রোগ। ভারত যেতে হবে। ভিসা মিলছে না। সর্বশেষ জানলেন ভিসা হবে– লাগবে ২৫,০০০ টাকা। কী আজব! যেখানেই কড়াকড়ি সেখানেই অর্থের রমরমা বাণিজ্য।

ডাক্তার বাবুরা চিকিৎসা দেন। রোগীদের সর্বস্বান্ত করার সমস্ত উপায় তারা জানেন। গোবেচারা রোগী ও তার অভিভাবক তো অসহায়। রেল স্টেশন কিংবা বাস টার্মিনালে নজরকাড়া বিলবোর্ড। চিকিৎসায় ২০-৪০ শতাংশ রিবেট। বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি কোনো মূল্যের উপরে কিংবা কার নির্ধারণ করা মূল্যে রিবেট দেন? যতদূর জানি মূল্যমান তারাই নির্ধারণ করেন। এর বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেন ডাক্তার বাবুরা। বাজারে একটা আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট করলে দিতে হয় ৭৫০ টাকা, প্যাথলজি বা রেডিওলজিস্টরা পান ২৪০ টাকা। বাকিটা ডাক্তারের কমিশন। তিনভাগের দু'ভাগ তারাই গলাধঃকরণ করেন। এ যেন দিনের আলোতে পকেটমারি।

এই বেহালদশা শুধু এ দেশেই নয়। চিকিৎসাজগতের নমস্যভূমি ভারতেও। একটি বেসরকারি জরিপ অনুযায়ী জানা যায় যে, কোলকাতাতে ১০০০ জন ডাক্তার ভালো উপার্জন করেন। এদের সম্মিলিত উপার্জনের পরিমাণ শুনলে পিলে চমকে যাবে। তা হলো এক লাখ কোটি টাকা। 'আ' আদ্যাক্ষরের জনৈক মানবতাবাদী ডাক্তার এ তথ্য দেন। তিনি জানান কারুর হার্ট এ্যাটাক হলে ইঞ্জেকশন দেন। ইনজেকশনটির নাম স্ট্রেপটোকাইনেজ। দাম নেন ৯,০০০ টাকা। কিন্তু প্রকৃত মূল্য ৭০০ টাকা থেকে বড়জোর ৯০০ টাকা। উপায় আছে! নিতেই হয়– এ যে হার্টএ্যাটাক! দামাদামি তো দূরের কথা বিলম্বের তর সইবেন না ডাক্তার বাবুরা।

খুবই প্রচলিত রোগ টাইফয়েড। নানা কারণে মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। ডাক্তাররা লিখেন মনোসেফ। এর পাইকারি মূল্য ২৫ টাকা মাত্র। হাসপাতালের ফার্মেসিতে দাম মাত্র ৫৩ টাকা। দ্বিগুণ তো বটেই। অধূনা ফেইলিউরের রোগী প্রায়শঃ দেখা দিচ্ছে। অখাদ্য, অনিয়ম, বিষযুক্ত খাবার রোগটির অন্যতম কারণ। নিদান হলে প্রেসক্রাইব করা হয় তিন দিনে একবার ডায়ালাইসিস। ডায়াইলিসিস করা হয় একটা বিশেষ ইঞ্জেকশন দিয়ে। এটির দাম ১,০০০ টাকা। মজা হলো ইঞ্জেকশনটি বাজারজাত হয় না। সারা ভারত খুঁজে কোথাও পাবেন না ইঞ্জেকশনটি। কোম্পানী থেকে শুধুমাত্র ঔষধটি ডাক্তারদের সরবরাহ করা হয়। জানলে অবাক হবেন যে, ইঞ্জেকশনটির আসল মূল্য মাত্র ৫০০ টাকা!

আধুনিককালে সংক্রমণের প্রবণতা বেড়েছে। রোগ সহনীয়তা কমে যাবার ফলে জীবানুনাশের জন্য এন্টিবায়োটিকের বহুল প্রয়োগ কিডনী ফেইলিউরের অন্যতম কারণ জ্ঞান করা হয়। এই অ্যান্টিবায়োটিকের দাম নেয়া হয় ৫৪০ টাকা। একই মানের অন্য কোম্পানীর ঔষধ মেলে ১৫০ টাকাতে। আর এর জেনেরিক মূল্য মাত্র ৪৫ টাকা। অসহায় রোগীদের কিনতে হয় ৫৪০ টাকাতেই।

রোগ নিদানের অন্যতম উপায় এমআরআই-এর। একটা এমআরআই-এর নির্দেশ দিলে ডাক্তাররা কমিশন নেন ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা। এ যেন ডাক্তার ও হাসপাতাল 'চোরে চোরে মাসতুত ভাই'। বিশেষতঃ বিদেশি অর্থাৎ- বাংলাদেশি রোগীদের উপর যে খড়্গহস্ত। কমানোর কোনো সুযোগ নেই।

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর** ও **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

বেঁচে থাকার অবিরাম ইচ্ছা কার না থাকে। চিকিৎসা পাবার জন্য ডাক্তারদের হাতে গিয়ে অকাতরে ভুল চিকিৎসার কবলে পড়তে হয়। আমাদের এলাকার জনৈক আব্দুল করিম। শৈশবে মাকে হারিয়ে সৎ মায়ের কাছে কোনো রকমে বেড়ে উঠে। ছেলেটি প্রয়োজনের তাগিদে নানা কাজকর্ম শিখেছিল। কিন্তু বিধিবাম, কোনো পেশাই তাকে স্বস্তি দেয়নি। অভাবের সংসার। প্রায়শঃ অসুখে পড়তো। তবুও স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিরন্তর চেষ্টা ছিল তার। উপর্যুপরি নানা অসুখে আক্রান্ত হয়ে অনুমান নির্ভর গ্রাম্য চিকিৎসককে বিধির ফয়সালা জেনেও অবশেষে চির বিদায় নিতে হলো। ঝিনাইদহের শৈলকুপা কিংবা ঠাকুরগাঁওয়ের ভরনিয়া গ্রাম। গরীবদের একই হাল। নারকেল গাছ থেকে পড়ে ভয়াবহ ইনজুরর্ড হয়– শৈলকুপার একটি ছেলে। প্রাণান্তকর চেষ্টা। ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলো। পা অপারেশন করলো, কিন্তু সমন্বিতভাবে সবকিছু করা গেল না। এরপর ওরা বললো, "এখানে ইনটেনসিভ কেয়ার নেই, অন্যত্র নিতে হবে।" এক পর্যায়ে দালালের খপ্পরে পড়ে যায়। আর যায় কোথায়? বড়ই বেহাল দশায় নিপতিত হয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এতে চিকিৎসা ব্যবস্থার নৈরাজ্যের খণ্ডচিত্র মেলে। একদিন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বাঁচতে কে না চায়? এদেশের ২০ কোটি মানুষের সবাই বাঁচতে চাই, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায়। চায় সঠিক চিকিৎসা সেবা। কিন্তু আজন্ম বৈষম্যের এ দেশে খাদ্য, শিক্ষা, চাকরি, যোগাযোগ ও যাতায়াত প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিরায়ত ভেদ মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থাতে তো কথাই নেই।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ক) ও ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। আবার ৩২ নং অনুচ্ছেদ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। এর পাশাপাশি ২৭ নং অনুচ্ছেদে সবার জন্য সমতা অধিকারের কথা বলা আছে। সর্বোচ্চ আইনের এমন প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা মানুষকে আশান্বিত করে যে, তারা দেশ থেকে অন্তত সঠিক চিকিৎসা পাবে। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় অন্ততঃ পয়সার অভাবে মানুষকে মরতে হবে না। কিন্তু বাস্তবচিত্র ভিন্ন। সরকারি বা বেসরকারি যাবতীয় চিকিৎসার সুযোগ বেশিরভাগই নাগালের বাইরে।

দেশজুড়ে চলছে চিকিৎসা নৈরাজ্য। স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চলছে রসিকতা! স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ঘুষ দুর্নীতি আর অনিয়মের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যায়ের হাসপাতালের কর্মচারিদের অত্যাধুনিক বাড়ি, গাড়ি ও প্লটের সমাহার মানুষকে হতচকিত করে তুলেছে। রোগী সেবা কিংবা সঠিক চিকিৎসা দান কোনোটাই যেন তাদের কাজ নয়। আখের গুছিয়ে নেবার ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা তাদের মাতোয়ারা করে রেখেছে।

সরকারি হাসপাতালে 'নেই' এর যোগ সবকিছুকে হার মানিয়েছে। দুর্গন্ধ আর নোংরা পরিবেশ যেন হাসপাতালের রোগীদের নিত্যকার নিয়তি! বাথরুমের মেঝে ও টয়লেটে যাওয়া যায় না। কুকুর, বিড়ালের বাধাহীন আনাগোনা পরিবেশকে করে তুলেছে বেজায় নোংরা ও বিপন্ন। বিছানায় ছারপোকার অবাধ বিচরণ ও আরশোলার আনাগোনা হাসপাতালের পরিবেশকে অরুচি ও অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। জরুরি বিভাগের মেঝেতে ছোপছোপ রক্তের দাগ, ভরা গজ ও ব্যান্ডেজ পড়ে থাকে যত্রতত্র। উপর্যুপরি দালালচক্র, ডাক্তার-কর্মচারীদের হয়রানি-অবহেলা। এ যেন রোগীদের নির্মম নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকা খুললে কোনো না কোনো হাসপাতালের এমন চিত্র ধরা পড়ে।

চিকিৎসা সেবা সকল মানুষের চিরন্তন ও অধিকার। এমনকি একটা পশুও চিকিৎসা সেবা লাভের হক্বদার। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। সেদিন (২৮/১২/২৪) গ্রামের বাড়ি থেকে ট্রেনযোগে দিনাজপুর ফিরছি। দু'সহযাত্রী রাজশাহী যাচ্ছেন ভিসা নেবার জন্য। কোনোভাবেই কুলাতে না পেরে চিকিৎসার জন্য ভারত যাত্রা। ভিসা পাবেন কি-না তারাই জানেন না। ঘুষ দিয়ে ভিসা পাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা মানুষের মৌলিক অধিকার। সেটিও আজ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অতিরিক্ত অর্থযোগান দিয়ে ভিসা নিতে হচ্ছে –তাও চিকিৎসার জন্য। তাহলে মানুষ প্রজাতিটি পৃথিবীতে কীভাবে টিকবে? ☒

# মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-কে. এম আব্দুল জলিল*

*[প্রথম পর্ব]*

**ভূমিকা :** মৃত্যু একটি চিরন্তন ও অনিবার্য পরিণতির নাম। পরিবারের কোনো এক ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে জীবনের অনেক কার্যক্রম থেমে যায়। মানুষের জীবনের কত স্বপ্ন, আশা ও আখাঙ্ক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। কত নাবালেগ সন্তান ইয়াতিম হয়ে যায়। কত বৃদ্ধ বাবা-মা অসহায় হয়ে যায়। কত স্ত্রী, ভাইবোন তার আদর ও ভালোবাসা থেকে চিরবঞ্চিত হয়। কত মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে আর সে সময় তার ডাক চলে আসে। তখন সেভাবেই সে চলে যায়। তার জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা অসমাপ্ত থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করো।"[৩৪] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থাৎ- "প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৩৫]

মহানবী (ﷺ) বলেন,

«اليَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ».

"আজ 'আমল করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু হিসাব নেই। আগামীকাল হিসাব অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু 'আমলের সুযোগ থাকবে না।"[৩৬]

قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) «مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

"দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় ঐ পথিক আরোহীর মতো, যে ক্ষণকালের জন্য কোনো গাছের ছায়ায় সামান্য বিশ্রাম নেয়। তারপর তা ত্যাগ করে চলে যায়।"[৩৭]

**মৃত্যু কি শেষ, মৃত্যু আসলে কী?**

জীবনের চিরসত্যের নাম মৃত্যু। চাইলেও মরতে হবে, না চাইলেও মৃত্যু আসবে। মানব জীবনের সব মিথ্যার মধ্যে একটি বিষয় যদি চিরসত্য হয়ে থাকে, তবে সেটা মৃত্যু। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৩৮]

জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু একদিন আসবেই। এই পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই অমরত্ব লাভ করতে পারেনি।

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

"আর মৃত্যুর যন্ত্রণা যথাযথই আসবে। যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইতে।"[৩৯]

**মৃত্যু কী? মরে যাওয়া মানে কি শেষ হয়ে যাওয়া, নাকি নতুন কোনো কিছুর সূচনা?**

মৃত্যু মানে ইহলৌকিক জীবনের ইতি টেনে পারলৌকিক জীবনে প্রবেশ করা। ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনে যাত্রা। মৃত্যু মানে জীবনের রূপান্তর। মৃত্যু মানে হারিয়ে যাওয়া কিংবা শেষ হয়ে যাওয়া নয়; বেঁচে যাওয়া কিংবা চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশ করা। পরকালীন জীবনে আপনি কেমন থাকবেন, তার প্রস্তুতিস্থল এই পৃথিবী। পৃথিবী একটি যাত্রাপথ। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পুনরুত্থিত হওয়া, পরকালীন জীবনে সফল হতে পারা। পুনরুত্থিত হতেই হবে, এটাই চিরন্তন সত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ﴾

"আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন; তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ তো খুব বেশি অকৃতজ্ঞ।"[৪০]

পৃথিবী হলো দারুল 'আমল, আমাদের কর্মক্ষেত্র। আখিরাত হলো দারুল জাযা, সেটি প্রতিদানের জগৎ। এই দু'টির মাঝখানে মৃত্যু হলো 'দারুল 'আমল' থেকে 'দারুল জাযায় প্রবেশ করার দরজা। কর্মের জগতে রয়েছে কর্ম; রয়েছে অপকর্মের অবকাশ। কর্মজগতের কর্ম আর অপকর্মের ভিত্তিতে সজ্জিত হবে প্রতিদানের জগৎ। সেখানে থাকবে শুধু প্রতিদান। থাকবে না কোনো কর্ম বা অপকর্মের অবকাশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৩৪] *সূরা আন্-নিসা : ৭৮।*

[৩৫] *সূরা আল-'আনকাবুত : ৫৭।*

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- ৮/৮৯।*

[৩৭] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ২৩৭৭, সহীহ।*

[৩৮] *সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৫।*

[৩৯] *সূরা ক্বা-ফ : ১৯।*

[৪০] *সূরা আল-হাজ্জ : ৬৬।*

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

“জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।”[৪১]

গোটা মানব জীবনই একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র, সীমিত প্রশ্ন, সুনির্দিষ্ট উত্তর। পরীক্ষা শেষে অপেক্ষমান চূড়ান্ত সফলতার হাতছানি অথবা শাস্তি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

“যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে ‘আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।”[৪২]

সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষার হলের সময়টুকুকে যথার্থ মূল্যায়ন করে এবং সঠিক উত্তর প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “বুদ্ধিমান সে, যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য উপার্জন করে। আর অক্ষম সে, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামী হয় এবং মহান আল্লাহর প্রতি অলীক প্রত্যাশা পোষণ করে।”[৪৩] ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, ‘রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অধিক মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে।[৪৪]

**মৃত্যুর পূর্বে যা করণীয় :** জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে মূল্যায়ন করতে হবে। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়ায় বসবাস করো একজন মুসাফির বা পথিকের মতো। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, যখন তোমার সন্ধ্যা হয়, তুমি ভোরের অপেক্ষা করবে না, আর তুমি সুস্থ অবস্থায় অসুস্থ সময়ের জন্য সৎ কাজ করে নাও এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য জীবদ্দশায়ই পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।[৪৫] দুনিয়া হচ্ছে মুসাফিরখানা। আমরা সবাই মুসাফির ও সরাইখানার যাত্রী এক মনজিল দু’মনজিল করে ধাপে ধাপে আমরা মানজিলে মাকসুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। শেষ মনজিলে পৌঁছার বেশি বাকী নেই। দুনিয়ার নির্দিষ্ট কয়টা দিন এখানে কাটিয়ে দিয়ে সবাইকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। মানুষ তা জানে না বলে অসতর্ক আছে। যদি জানতে পারত তাহলে সর্বাধিক সতর্ক থাকত। তখন এমন হত যে, মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদতেই নিয়োজিত থাকত এবং কিছুতেই সময় নষ্ট করত না। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক লোককে লক্ষ্য করে বলেন : (১) বৃদ্ধকালের আগে তোমার যৌবন (২) অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতা (৩) অভাবের আগে তোমার সম্পদ (৪) ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর এবং (৫) মৃত্যুর আগে তোমার জীবন।[৪৬] আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”[৪৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

অর্থাৎ- “আর যখন কারো নির্ধারিতকাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা ‘আমল কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।”[৪৮]

**মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তির যা করা বারণ :** মৃত ব্যক্তির নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খানাপিনার আয়োজন করা, শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনার পরিবর্তে ব্যাপক আয়োজন করে খানাপিনার বিশাল আয়োজন যা ইসলামী সভ্যতা সাংস্কৃতি বহির্ভূত এবং ইসলামী ‘আক্বিদাহ্ পরিপন্থি। মৃত্যুর নামে কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, আর আয়োজন করে লোকজন খাওয়ানো, আর চল্লিশা পালন করা আদৌ ইসলামসম্মত কি-না? বাবা-মা বা কোনো আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার পর তার জন্য আমাদের কী করণীয়? এমন কী কী কাজ আছে যা করলে মৃত ব্যক্তির নিকট সওয়াব পৌঁছাবে? এ বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। মানুষ মৃত্যুর পর চেহলাম, ফাতেহাখানি, মৃত্যুর ৩ দিন বা ৪ দিন পর দু‘আর অনুষ্ঠান,

---

[৪১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৮৫।*
[৪২] *সূরা আল-মুলক : ২।*
[৪৩] *জামে‘ আত্-তিরমিযী- হা. ২৪৫৯।*
[৪৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১৬।*
[৪৬] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[৪৭] *সূরা আল হাশ্‌র : ১৮।*
[৪৮] *সূরা আল মুনা-ফিকূন : ১১।*

সালাত আদায় না করে থাকলে কাফফারাতুস সালাত, প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী ধুমধামের সাথে পালন করা, হাফিয ও ক্বারীদের ভাড়া করে এনে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করা প্রচলিত সমাজে যাকে সবিনা খতম বলা হয়। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল প্রমাণ নেই এবং যা সওয়াবের নামে বিদ'আতের নামান্তর। একশ্রেণীর কিছু পেটপুঁজারী দুনিয়াদার আলিম অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য ধর্মের নামে এ পন্থাগুলো সমাজে চালু করেছে। এগুলো বিদ'আতী 'আমল যা মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণে আসবে না। প্রকৃতপক্ষে এ উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ছিল সনাতনী ধর্মের রীতি-নীতি বিশ্বাসী। যারই ফলশ্রুতিতে তাদের অনুকরণে এই কুসংস্কার আমাদের ইসলামী সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে।"[৪৯]

**কবরের জীবন বা আলামে বারযাখ :** মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময় যে স্থানে অবস্থান করবে তাকে ক্বরের জীবন বা 'আলামে বারযাখ' বলা হয়। 'বারযাখ' শব্দের অর্থ যবনিকা বা পর্দা। 'আলামে বারযাখ' পর্দাস্বরূপ এক অদৃশ্য জগত। এ জগত বস্তুগত ও পরকালের মধ্যে বিরাট যবনিকা হয়ে রয়েছে। বারযাখ এমন এক অদৃশ্য জগত যে, সেখানে কে কী অবস্থায় আছে তার খোঁজ-খবর নেয়া এবং হাল-হাক্বীকাত জানা দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 'আলামে বারযাখ' সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ○ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব? আমাকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি। না, এটা হবার নয়, এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই। তাদের সামনে বারযাখ থাকবে উত্থান দিন পর্যন্ত।"[৫০]

বারযাখ জগত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা অর্থহীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষ ঘুমের ঘরে স্বপ্নের অবস্থায় অনেক কিছু দেখে এবং সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি কিছুই অনুভব করতে পারে না। তাই বলে স্বপ্ন অবাস্তব এ কথা বলা যায় না। কবরের 'আযাবের বিষয়টিও ঠিক অনুরূপই। এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।[৫১] আখিরাত সফরের মানজিল বা স্টেশন হলো কবর। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান সময়কালই হলো কবরের জীবন। এটি দুই ধরনের। যথা- **(ক) ইল্লিয়্যীন :** পবিত্র রূহ্ বা আত্মার অবস্থানের স্থান তারা এখানে জান্নাতের পরিবেশে থাকবে। **(খ) সিজ্জীন :** অপবিত্র বা পাপীদের রূহ্ বা আত্মার অবস্থানের স্থান। তারা এখানে জাহান্নামের কঠিন ও ভয়াবহ পরিবেশে নিমজ্জিত থাকবে।[৫২] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ○ كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾

"কখনো নয়, নিশ্চয় পূণ্যবানদের 'আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে' আর কিসে আপনাকে জানাবে 'ইল্লিয়্যীন' কী? চিহ্নিত 'আমলনামা।"[৫৩]

বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসে এসেছে যে, ফেরেশ্তাগণ রূহ্ নিয়ে উঠতেই থাকবেন, শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমানে উঠবেন তখন আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দার কিতাব ইল্লিয়্যীনে লিখে নাও।"[৫৪] এখানে মু'মিনদের রূহ্ ও 'আমলনামা রাখা হয়। (ইবনু কাসীর ইবন 'আব্বাস [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে) সিজ্জীন প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ○ كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾

অর্থাৎ- "কখনো না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। আর কিসে আপনাকে জানাবে 'সিজ্জীন' কী? চিহ্নিত 'আমলনামা।"[৫৫]

আর কিতাব বলতে, 'আমলনামা বুঝানো হয়েছে, ইবনু কাসীর বলেন, এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয়; বরং পূর্ববর্তী كتاب الفجار-এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফির ও পাপাচারীদের 'আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এর প্রমাণে আমরা বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ কাফিরদের রূহ্ হরণ হওয়ার পর বলবেন,

اكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ سِجِّيْنٍ فِيْ الْأَرْضِ السُّفْلَى.

"তার কিতাবকে সর্বনিম্ন যমীনে সিজ্জীনে লিখে রাখো।"[৫৬]

*[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

---

[৪৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৩১।*
[৫০] *সূরা আল মু'মিনূন : ৯৯-১০০।*
[৫১] *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- ই. ফা. বাং, পৃ. ৯৪-৯৫।*
[৫২] *মৃত্যু পরবর্তী জীবন- ড. আব্দুস সালাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৩।*
[৫৩] *সূরা আল মুতাফ্ফিফীন : ১৮-২০।*
[৫৪] *মুসনাদে আহমাদ- ৪/২৮৭।*
[৫৫] *সূরা আল মুতাফ্ফিফীন : ৭-৯।*
[৫৬] *মুসনাদে আহমাদ- ৪/২৮৭।*

# বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল (ﷺ)-এর নীতি ও আদর্শ

-মো. আনোয়ার হোসেন*

আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন রাসূল (ﷺ) সেভাবে বিপদ মুসিবত উত্তরণে নীতি ও আদর্শ প্রদর্শন করেছেন।

আল কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলের জীবনে প্রতিনিয়ত বিপদ মুসিবত উত্তরণ করতে হয়েছে কারণ তিনি যখন আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। তখন বিরোধীরা তাকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে কুফ্‌রী রাষ্ট্রব্যবস্থা রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর চরম নির্যাতন করেছে। তিনি জীবনের শুরু থেকেই অনেক রকম খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছেন জন্মের আগেই তার বাবাকে হারিয়েছেন আর ৬ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন। এরপরে দাদা মুত্তালিবকে হারালেন, অবশেষে চাচা আবূ তালিবের কাছে ছিলেন তিনিও তাকে বিপদের মধ্যে রেখে চলে গেলেন। তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কেও হারালেন। তাঁর শিশু সন্তান শিয়াবে আবূ তালিবে বন্দী অবস্থায় মারা যায়। আর তিনি প্রতিনিয়ত অসুস্থ থাকতেন, এরপর যখন তার জীবন হুমকির মুখে পড়েছে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তিনি হিজরত করেছেন। মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পরেও কাফির মুশরিকরা তাকে এবং তার রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে, যুদ্ধ করেছে এমনকি তার সঙ্গে থাকা মুনাফিক্বরা বিভিন্নভাবে তাকে বিপদে ফেলেছে। সকল পরিস্থিতিতে তিনি মানসিক ভারসাম্য রেখে আল্লাহর নির্দেশ মতো কাজ করেছেন।

তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া মৌলিক নীতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে সকল বিপদ মুসিবত উত্তরণের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি হিজরত করেছেন এবং জাবালে সুর এর গর্তে আবূ বক্কর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তিনি আশ্বস্ত করেন তিনি সবসময়ই মহান আল্লাহকে সাথে পেয়েছেন এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছেন।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা তাকে আঘাত করার জন্য তার কাছে ছুটে যায় কিন্তু তিনি সূরা ইয়া-সীন পড়েন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করেন ফলে উম্মে জামিলা তাকে দেখতেও পায়নি খুঁজেও পায়নি। তাঁর জীবনে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ এসেছে, তিনি নিজেই সাতাশটি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেছেন। আরো অনেক যুদ্ধ তিনি পরিচালনা করেছেন। কোনো একটি ক্ষেত্রেও তিনি নিয়মতান্ত্রিকতা তথা নীতি-আদর্শের লংঘন করেননি। মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার কারণেই তিনি হয়েছেন রাহমাতুল্লিল ‘আলামিন।

আমরা যদি রাসূল (ﷺ)-কে আমাদের বিপদে মুসিবতে অনুসরণ করি তাহলে সকল বিপদ থেকে সফলতা লাভ করতে পারব।

সূরা আল ‘আসর এ আল্লাহ বলেন, “সময়ের কসম, অবশ্যই মানুষ ক্ষতির বা বিপদ মুসিবত তথা ধ্বংস এর মধ্যে রয়েছে তবে তারা বাদে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করছে, সত্যের উপদেশ দিচ্ছে এবং সবর করতে বলছে।”

এ সূরা মানব জীবনের সকল প্রকার বিপদ মুসিবত উত্তরণের পদ্ধতি বা মূলনীতি উল্লেখ করেছে। এটা আমাদের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো পদ্ধতি। তিনি জীবনের সকল মুসিবতে এই সূরাটির নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন এবং সকল বিপদ থেকে নিজেকে এবং তার দলকে মুক্ত করেন।

তার আদর্শ মানব জাতির জন্য সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসরণীয়। তার দেয়া নীতি সকল প্রকার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট। তার নীতি লংঘন করলে আমরা কোনো কিছুতেই বিপদ মুক্ত হতে পারব না। কারণ তিনি যে আদর্শ দিয়েছেন সেটি ইহকাল ও পরকালের জন্য যথেষ্ট।

মুসিবত অর্থ বিপদ। মুসিবত মানব জীবনের জন্য অপ্রত্যাশিত বা অযৌক্তিক কিছু নয়। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জীবনে বিপদ মুসিবত দিয়ে তাকে সম্মানিত করে উন্নত পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনে অনেক বিপদ মুসিবত ছিল যার উত্তোরণের মাধ্যমে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। অনেকে মনে করে বিপদ তার জন্য খারাপ বা ক্ষতিকর আর বিপদকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব মনে করে কিন্তু এটি ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষার উপায়। অনেকে বিপদকে পরীক্ষা মনে করলেও সব সময় ঘৃণা করে এবং বিপদে পড়ে সময় এর ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত হয়। অনেকেভাবে তার জীবনে যে বিপদ এসেছে এটি সঠিক সময় আসেনি। আল্লাহ বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

“পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার

---

* *প্রভাষক, ইংরেজি।*

পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।"[৫৭]

অর্থাৎ- নিজের সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেকের ভাগ্য আগেই লিখে দেয়া মহান আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

যা হোক বিপদ দুই ধরনের : কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক।

**কৃত্রিম :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।"[৫৮]

আর যখন তা নিজ হাতে কৃত কোনো কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

এখানে মানুষের সব রকম বিপদাপদের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে না। এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য সেই সব লোক যারা সেই সময় পবিত্র মক্কায় কুফ্‌র ও নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছিল। তাদের বলা হচ্ছে, আল্লাহ যদি তোমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে তোমাদেরকে জীবিতই রাখতেন না। তবে যে বিপদাপদ তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে (সম্ভবত মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে) তা কেবল সতর্কীকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে আসে এবং নিজেদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে দেখো যে, তোমরা আপন রবের বিরুদ্ধে কি ধরনের আচরণ করেছো। একথাও বুঝার চেষ্টা করো, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছো তার কাছে তোমরা কত অসহায়। তাছাড়া জেনে রাখো, তোমরা যাদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে বসে আছো কিংবা তোমরা যেসব শক্তির ওপর ভরসা করে আছো আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন কাজে আসবে না।

**প্রাকৃতিক :** প্রাকৃতিক বিপদ ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা আর কাফিরদের জন্য আজাব বা গজব।

প্রাকৃতিক বলতে আল্লাহ প্রদত্ত কারণ প্রকৃতির প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর হুকুমের অধীন। আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে যখন ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সানন্দে মেনে নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। আর যারা বিপদে অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

"হে রাসূল! আল্লাহ যদি আপনার উপর কোনো মুসিবত দেন, তাহলে তিনি ছাড়া দূর করার ক্ষমতা কারো নেই।"[৫৯]

প্রাকৃতিক গজব কাফির মুশরিকদের জন্যও উপকারী কারণ অনেক সময় দুনিয়াতে বিপদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়েত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ বিষয়টিও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে খাঁটি মু'মিনের জন্য মহান আল্লাহর বিধান ভিন্ন। মু'মিনের ওপর যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ আসে তার গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কাফফারা হতে থাকে। সহীহ হাদীসে আছে–

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ».

"মুসলমান যে দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং কষ্ট ও অশান্তির সম্মুখীনই হোক না কেন এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কোনো না কোনো গুনাহর কাফফারা বানিয়ে দেন।"[৬০]

এরপর থাকে এমন সব বিপদাপদের প্রশ্ন যা আল্লাহর পথে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কোনো ঈমানদারকে বরদাশত করতে হয়, তা কেবল ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারাই হয় না, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধিরও কারণ হয়। এসব বিপদাপদ গুনাহর শাস্তি হিসেবে নাযিল হয়ে থাকে এমন ধারণা পোষণ করার আদৌ কোনো অবকাশ নেই।

সকল ধরনের বিপদেই মহান আল্লাহর অনুমতি থাকে। ভুলের কারণে বিপদে পড়ি আবার অনেক সময় আল্লাহ আমাদের বিপদে ফেলেন যাতে আমরা ভালো কিছু পেতে পারি। কাজেই বিপদকে সবসময় আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায় মনে করতে হবে। জানার পর যদি নিয়ম লঙ্ঘন করে আমরা বিপদে পড়ি তার জন্য আল্লাহকে দায়ী করা যাবে না। পরীক্ষা না দিলে ফলাফল আশা করা যায় না ঠিক তেমনি বিপদে ধৈর্য ধরে উত্তোরণের চেষ্টা না করলে কোনো ভালো কিছু আশা করা যায় না। ঈমানের সাথে বিপদ মুসিবত উত্তোলনের চেষ্টা করা উচিত। বিপদে পড়লে কিছু কাজ করা উচিত নয় যেমন চিল্লাচিল্লি করা, রাগ দেখানো, গালাগালি করা সাহায্য না পেয়ে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা, বিবেকের বিরুদ্ধে চলা ইত্যাদি।

---

[৫৭] *সূরা আল হাদীদ : ২২।*
[৫৮] *সূরা আশ্ শূরা- : ৩০।*
[৫৯] *সূরা ইউনুস : ১০৭।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৪১।*

মৃত্যুর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই হবে প্রকৃত অর্থে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।"[৬১]

মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই যদি তোমরা শুধু দুর্গের ভিতরেও থাকো।"[৬২]

এরপরও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ব্যাপারে বিশেষ করে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিপদাপদে ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মাত্রা অতিরিক্ত কান্নাকাটিকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ধৈর্য ও আত্মসংযমের নির্দেশ দিয়েছেন এবং হতাশা ও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বলেছেন,

"হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর আমি অবশ্যই তোমাদের ভয়, ক্ষুধা, সম্পদহানি, প্রানহানী ও শস্যহানী দ্বারা পরীক্ষা করব যারা ধৈর্যধারণ করে, যারা বিপদে পতিত হয়ে বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো তাদেরই সুসংবাদ দিয়ে দাও।"[৬৩]

রাসূল (ﷺ) বলেন, মু'মিন বান্দার ওপর যে বিপদ আসুক না কেন এমনকি তার পায়ে যদি একটি কাঁটাও ফোটে তবে তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মুছে দেন।[৬৪]

রাসূল (ﷺ) বলেন, কোনো বান্দার সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞাসা করেন যখন তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ সংহার করেছিল, তখন সে কি বলেছে ফেরেশ্তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং তোমার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করেছে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করো এবং তার নাম রাখ বায়তুল হামদ বা প্রশংসার বাড়ি।

শোক ও সমবেদনা প্রকাশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দান, ধৈর্যধারণের উপদেশ দান, তার দুঃখ শোক ও বিপদের অনুভূতিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটি সৎ কাজের আদেশ দান অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং সততা ও খোদাভীতির কাজে সহযোগিতার আওতাভুক্ত। সমবেদনা ও সান্তনার সর্বোত্তম ভাষা রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (ﷺ) বলেন, এরপর কোনো এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন যে তার এক পুত্র মৃত্যুর মুখোমুখি। রাসূল (ﷺ) দ্রুত তাকে বললেন যাও ওকে বলো যে, আল্লাহ যা নেন তা তারই জিনিস আর যা দেন তাও তারই জিনিস। সবকিছুই বান্দার কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রয়েছে। তাকে বলো সে যেন ধৈর্য ধারণ ও সংযম অবলম্বন করে।

এক সাহাবীকে দরবারে অনুপস্থিত দেখে রাসূল (ﷺ) তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূল (ﷺ)! তার ছেলে মারা গেছে রাসূল (ﷺ) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি সমবেদনা জানালেন। অতঃপর বললেন, শুনো তোমার ছেলে সারা জীবন তোমার কাছে থাকুক এটা তোমার বেশি পছন্দ কি-না? সে তোমার আগে গিয়ে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকুক এবং তুমি মারা গেলে সে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিক এটা পছন্দ? সাহাবী বললেন সে আমার আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিক এটাই পছন্দনীয়। রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে তোমার জন্য সেটি নির্ধারিত রইল। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি শুধু আমার জন্য? রাসূল (ﷺ) বললেন, না সব মুসলমানের জন্য।[৬৫]

আল্লাহ পৃথিবীকে তার বান্দাদের জন্য পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। এখানে তিনি তাঁর বান্দাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন, কখনো শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা দিয়ে, কখনো সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে। আবার কখনো সম্পদ দান করে বা ছিনিয়ে নিয়ে।

আবার এসব পরীক্ষায় মেয়াদ হয় নিতান্তই সাময়িক। মহান আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দিয়ে রেখেছেন। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো–

**১। ঈমান বা মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস :** বিপদে বিচলিত না হয়ে মহান আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখতে

[৬১] *সূরা আল 'ইমরান : ১৮৫।*
[৬২] *সূরা আন্ নিসা : ৭৮।*
[৬৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্।*
[৬৪] *সহীহ মুসলিম।*
[৬৫] *মুসনাদ আহমদ; সুনান আন্ নাসায়ী।*

হবে। তিনি অবশ্যই আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করবেন। আর সাময়িক বিপদের বিনিময় আরও উত্তম কোনো নিয়ামত দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যারা সুখে দুঃখে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, পবিত্র কুরআনে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾

"যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তার নিকটে ফিরে যাব। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয় আর তারা সৎপথে পরিচালিত।"[৬৬]

**তাকদীরের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা :** কেননা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ না চাইলে কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সেই ব্যক্তিকে দুশ্চিন্তা কাবু করতে পারে না।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "জেনে রাখ সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চাই, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চাই, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।"[৬৭]

রাসূল (ﷺ) বলেন, "মনে রেখো যা তুমি পেলে না তা তোমার পাবার ছিল না। আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রাখো ধৈর্য ধারণের ফলে মহান আল্লাহর সাহায্যে লাভ করা যায়। কষ্টের পরে বা কঠিন অবস্থার পর সচ্ছলতা আসে।"[৬৮]

দুনিয়ার মুসিবত নয়; বরং সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো আখিরাতের মুসিবত। সুতরাং চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়াকে না বানিয়ে আখিরাতকে বানাতে হবে। এখন থেকে এভাবে চিন্তা করুন এবং এটাই যেন হয় মূল চিন্তা, যে আমি আখিরাতে আল্লাহর সামনে তার সন্তুষ্টি নিয়ে দাঁড়াতে পারবো তো?

রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তাই অর্থাৎ- আখিরাতের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করেছে আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যেন কোনো উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক তাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না।[৬৯]

আপনার চেয়েও যার অবস্থা আরো করুণ ও বেগতিক তার দিকে তাকিয়ে উপদেশ গ্রহণ করুন। ভাবুন আল্লাহ তা'আলা তার থেকেও আপনাকে ভালো রেখেছেন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা ডিপ্রেশন এর চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে এভাবে চিন্তা করার উপদেশ দিয়ে থাকে। কেউ যদি ঋণগ্রস্ত হয় বলা হয় তোমার চাইতে অবস্থা যার আরো খারাপ তার দিকে তাকাও। তুমি অসুস্থ তোমার চেয়েও অসুস্থ আছে। তুমি অসহায় তোমার চেয়েও অসহায় আছে। এভাবে চিন্তা করুন দেখবেন অস্থিরতা লাঘব হবে।

আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

"আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"[৭০]

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন আমি সেই রূপ যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।"

**আল্লাহ ভীতি :** আল্লাহ ভীতি হচ্ছে তাক্বওয়া যার মাধ্যমে আমরা ক্ষতির কারণ থেকে বাঁচতে পারি। কারণ মহান আল্লাহর ভয় আমাদেরকে সকল রকম ক্ষতিকর বা খারাপ কাজ যা আমাদের জন্য বিপদের বা কষ্টের কারণ তা থেকে দূরে রাখে। যেমন কোনো পথে চলার সময় সেটি যদি সংকীর্ণ এবং বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা খুব সতর্কতার সাথে ওই পথের বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি এবং পথ পাড়ি দিয়ে থাকি। ছলনার আশ্রয় নিয়ে কখনো বিপদ থেকে পরিত্রান পাওয়া যায় না; বরং তা সাময়িকভাবে বিপদ দূর করলেও স্থায়ী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন রাসূল (ﷺ) যে পথ দেখিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা সকল ধরনের দুনিয়াবী বিপদ মুসিবত থেকে বাঁচতে পারি এবং আখিরাতে কঠিন বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি। রাসূল (ﷺ) সারাজীবন আল্লাহ ভীতির মাধ্যমে বা তাক্বওয়ার মাধ্যমে সকল প্রকার বিপদ মুসিবত উত্তরণ করেন।

যারা মহান আল্লাহর ভয় করে তার আদেশ মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলা নিজে তাদের রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যে মহান আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে নিস্কৃতির পথ তৈরি করে দেন। *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

---

[৬৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৬-১৫৭।*
[৬৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১৬।*
[৬৮] *আল আরবাঈন- ইমাম নববীকৃত, ১৯।*
[৬৯] *সুনান ইবনু মাযাহ্- হা. ২৫৭।*
[৭০] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৩।*

# রাসূল (ﷺ)-এর পছন্দনীয় খাবার

**সংকলনে– মুহাম্মদ রমজান মিয়া***

আমার অপছন্দ হওয়ায় শপথ করেছি, কোনো দিন মোরগ খাব না। আবূ মূসা তাকে বললেন, 'কাছে আসো। খাওয়ায় অংশগ্রহণ করো। কারণ আমি রাসূল (ﷺ)-কে মোরগ খেতে দেখেছি। আর তুমি তোমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করে দেবে।'[৭১]

**লাউ :** আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার একজন দর্জি রাসূল (ﷺ)-কে খাবারের দাওয়াত করে। আমিও মহানবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সেই খাবারে অংশগ্রহণ করি। রাসূল (ﷺ)-এর সামনে বার্লির রুটি এবং গোশ্তের টুকরা ও কদু মেশানো ঝোল পরিবেশন করে। আমি দেখেছি, রাসূল (ﷺ) প্লেট থেকে খুঁজে খুঁজে কদু নিয়ে খাচ্ছেন। আর আমিও সেদিন থেকে কদুর প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি।[৭২]

**জলপাই :** রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা জয়তুন খাও এবং জয়তুনের তেল গায়ে মাখো। কেননা এটি একটি মোবারক বৃক্ষ থেকে তৈরি।[৭৩]

**সামুদ্রিক মাছ :** নবী (ﷺ) সাগরের মাছ পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র একটি দীর্ঘ হাদীস আছে। হাদীসটি বুখারী (হা. ৪৩৬১) ও মুসলিম (হা. ১৯৩৫)-এ বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ﷺ) মরুভূমির এক প্রকার পাখির গোশত, মাশরুম, বার্লি, গাজর-ডুমুর, আঙুর, ভিনেগার, ডালিম ইত্যাদি পছন্দ করতেন।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পছন্দের ১২টি খাবার ও তাঁর গুণাবলী এখানে উল্লেখ করা হলো। এসব খাবার নবীজী (ﷺ) আহার করতেন এবং দেড় হাজার বছর পর আজকের বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখেছে নবীজী (ﷺ)-এর বিভিন্ন খাবারের গুণাগুণ ও উপাদান অত্যন্ত যথাযথ ও নির্ভুল, নিরঙ্কুশভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবীজী (ﷺ)-এর খাবারের মধ্যে রয়েছে বার্লি, খেজুর, ডুমুর, আঙ্গুর, মধু, তরমুজ, দুধ, মাশরুম, অলিভ অয়েল, ডালিম-বেদানা, ভিনেগার ও পানি। খাবারের গুণাবলী এখানে উল্লেখ করা হলো–

**এক. বার্লি (জাউ) :** এটা জ্বরের জন্য এবং পেটের পীড়ায় উপকারী।

**দুই. খেজুর :** খেজুরের গুণাগুণ ও খাদ্যশক্তি অপরিসীম। খেজুরের খাদ্যশক্তি ও খনিজ লবণের উপাদান শরীর সতেজ রাখে। নবীজী (ﷺ) বলতেন, যে বাড়ীতে খেজুর নেই সে বাড়ীতে কোনো খাবার নেই। এমনকি সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি মাকে খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মহান আল্লাহর নবী।

**তিন. ফিগস বা ডুমুর :** ডুমুর অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ভেষজগুণ সম্পন্ন যাদের পাইলস ও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী খাবার।

**চার. আঙ্গুর :** নবীজী (ﷺ) আঙ্গুর খেতে অত্যন্ত ভালো বাসতেন। আঙ্গুরের পুষ্টিগুণ ও খাদ্যগুণ অপরিসীম। এই খাবারের উচ্চ খাদ্য শক্তির কারণে এটা থেকে আমরা তাৎক্ষণিক এনার্জি পাই এবং এটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আঙ্গুর কিডনির জন্য উপকারী এবং বাওয়েল মুভমেন্টে সহায়ক। যাদের আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম আছে তারা খেতে পারেন।

**পাঁচ. মধু :** মধুর নানা পুষ্টিগুণ ও ভেষজ গুণ রয়েছে। মধুকে বলা হয় খাবার, পানীয় ও ওষুধের সেরা। হালকা গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে মধু পান ডায়রিয়ার জন্য ভালো। খাবারে অরুচি, পাকস্থলীর সমস্যা, হেয়ার কন্ডিশনার ও মাউথ ওয়াশ হিসেবে উপকারী।

**ছয়. তরমুজ :** সব ধরনের তরমুজ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। নবীজী (ﷺ) তরমুজ আহারকে গুরুত্ব দিতেন। যেসব গর্ভবতী মায়েরা তরমুজ আহার করেন তাদের সন্তান প্রসব সহজ হয়। তরমুজের পুষ্টি, খাদ্য ও ভেষজগুণ এখন সর্বজনবিদিত ও বৈজ্ঞানিক সত্য।

**সাত. দুধ :** দুধের খাদ্যগুণ, পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ বর্ণনাতীত। দেড় হাজার বছর আগে বিজ্ঞান যখন অন্ধকারে তখন নবীজী (ﷺ) দুধ সম্পর্কে বলেন, দুধ হার্টের জন্য ভালো। দুধ পানে মেরুদণ্ড সবল হয়, মস্তিষ্ক সুগঠিত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। আজকের বিজ্ঞানীরাও দুধকে আদর্শ খাবার হিসেবে দেখেন এবং এর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি অস্থিগঠনে সহায়ক।

*[পরবর্তী অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

* *সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান ও সদস্য, মাজলিসে আম।*

[৭১] *বুখারী- হা. ৫১৯৮, ৪৬৬২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৪৯।*

[৭২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০৬১; সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৪।*

[৭৩] *ইবনু মাজাহ্- হা. ১০০৩; আত্ তিরমিযী- হা. ১৮৫১।*

# মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এবং বাইতুল হারামের ইতিকথা

–মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম*

আরবি ভাষাভাষী দেশসমূহের বিস্তৃতি পশ্চিমে মরক্কো হতে পূর্বে ওমান পর্যন্ত। অন্য কথায় ইরানকে বাদ দিলে সমগ্র মধ্য, নিকট প্রাচ্য ও পশ্চিমে আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল নিয়ে আরব বিশ্বের বিস্তৃতি। এই বিশাল অঞ্চলে বহু যুগ ধরে আরবগণ রাজত্ব করেন এবং ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি সভ্যতার বিকাশে সহায়তা করেন। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর মধ্যে সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, আরব ভূখণ্ড ও প্যালেস্টাইন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে বিশাল 'উসমানীও সালতানাত বা অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুদীর্ঘ চারশত বছর 'উসমানীয় সালতানাতের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলেও আরবগণ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের স্পৃহা কখনো ভোলে নি।[৭৪]

ঐতিহাসিক ডক্টর সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। সৌদি আরব মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মদিনাভিত্তিক শাসন ৬২২ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসন ৬৩২ থেকে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসন ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসন ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসন ৬৫৬ থেকে ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপরই শুরু হয় 'উমাইয়াহ্ শাসন। 'উমাইয়াহ্ বংশের প্রথম শাসক আমীরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আর সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় মারওয়ান। তাদের শাসনকাল ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৯০ বছর। 'উমাইয়াহ্ বংশের শাসকের সংখ্যা মোট ১৪ জন। এরপর শুরু হয় 'আব্বাসীয় যুগের শাসনকাল। হাজার হাজার মানুষকে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়– 'উমাইয়াহ্ শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। রক্তপিপাসু নাম ধারণ করা 'আব্বাসীয় শাসনের প্রথম শাসক ছিলেন আবুল 'আব্বাস আস্‌সাফ্‌ফা। আর সর্বশেষ শাসক ছিলেন, খলিফা মুনতাসিম বিল্লাহ। 'আব্বাসীয় বংশের সর্বমোট শাসকের সংখ্যা ৩৭ জন। তাদের শাসনকাল চলে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে। যা ছিল ইতিহাসে অবর্ণনীয়। বাগদাদ নগরীর ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। খলিফা মুনতাসিম বিল্লাহ আত্মসমর্পণ করেও তাদের হত্যার হাত থেকে রেহাই পাননি। একে একে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে চেঙ্গিস খানের বংশধর হালাকু খান। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের রাজধানী ছিল মদিনায়। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করলে দেশ শাসনের সুবিধার্থে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাজধানী স্থাপন করেন ইরাকের কুফায়। 'উমাইয়াহ্ শাসকরা তাদের শাসনের সুবিধার্থে রাজধানী স্থাপন করে সিরিয়ার দামেস্কে। 'আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় শাসক আবূ জাফর আল মনসুর ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। নিরাপদ মনে করে যে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বাগদাদ নগরীতেই 'আব্বাসীয় বংশের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের শাসনের অবসান ঘটায় হালাকু খান। ১৬ লক্ষ লোককে নির্মমভাবে হত্যার মধ্যদিয়ে 'আব্বাসীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে অর্থাৎ- ছয় সপ্তাহ যাবৎ হালাকু খান হত্যাকাণ্ড চালায়। তার হাত থেকে বৃদ্ধ-আবাল-বণিতা, নারী শিশু কেউ রেহাই পায়নি। ইবনু খালদুনের মতে, নরশার্দুল মঙ্গলরা নির্মমভাবে ছয় সপ্তাহ ধরে লুণ্ঠন ও

---

*বি এ অনার্স, এম এ (ডবল) এম এম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

[৭৪] তথ্য সূত্র : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস।

হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ১৬ লক্ষ নর-নারী ও বৃদ্ধ শিশুকে কেটে অথবা পিষে মেরেছে। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথগুলো তো রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, দজলার পানি মাইলের পর মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা থেকে প্রাসাদ মসজিদ সমাধি সৌদ হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভস্মীভূত করে ফেলে। শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্রভূমি গৌরবের এই নগর জগতের চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত করেছে হালাকু খান। পাঁচশত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আহরিত শিল্প ও সাহিত্য মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। 'আব্বাসীয় বংশের সর্বশেষ খলিফা মুনতাসিম বিল্লাহ-এর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জগতে এমন আর কোনো খলিফা বেঁচে থাকলো না যার নামে শুক্রবারে খুতবাহ্ উচ্চারণ করা যায়। এ ঘটনা প্রবাহের ওপর ঐতিহাসিক ইবনুল আসির বলেন, তাতারদের আক্রমণ সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ওপর বৃহৎ বিপর্যয়সমূহের ও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৈব দূর্বিপাকগুলোর অন্যতম। বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর। পরবর্তী যুগে এই ধরনের ঘটনা আর খুব বেশি একটা সংঘটিত হয়নি। আধুনিক ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস এই বক্তব্য গ্রহণ করেন না। তার মতে, খিলাফত প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি ছিল। খলিফাগণ তার পার্থিব ক্ষমতা ও ধর্মীয় সুবিধাগুলো ভুলে সুলতান ও আমিরদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং মোঙ্গলগণ এর মৃত প্রতিষ্ঠানের ভূতকে ধ্বংস করেছিল। সমালোচনার কোনো শেষ নেই, সে সময় মুস্তান সিরিয়া মাদ্‌রাসার মুফতিগণ হালাকু খানের শাসন কর্তৃত্বকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। কোনো কোনো লেখক মন্তব্য করেন, নামাযের ভিতরে বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম উচ্চৈঃস্বরে পড়া হবে, না নীরবে পড়া হবে এ নিয়ে সে সময় বিতর্ক চলছিল। ফকিহদের বিবদমান দু'টি গ্রুপের একটি গ্রুপ বাগদাদ নগরী ধ্বংসের জন্য হালাকু খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলে জানা যায়। ☒

# রাসূল (ﷺ)-এর পছন্দনীয় খাবার

*[২০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]*

**আট. মাশরুম :** আজ বিশ্বজুড়ে মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এবং মাশরুম নিয়ে চলছে নানা গবেষণা। অথচ দেড় হাজার বছর আগে নবীজী (ﷺ) মাশরুম চোখের জন্য ভালো এবং এটা বার্থ কন্ট্রোলে সহায়ক এবং মাশরুমের ভেষজগুণের কারণে এটা নার্ভ শক্ত করে এবং শরীর প্যারালাইসিস বা অকেজো হওয়ার প্রক্রিয়া রোধ করে।

**নয়. অলিভ অয়েল :** অলিভ অয়েলের খাদ্য ও পুষ্টিগুণ বহুমুখী। তবে আজ মানুষের ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা ও বয়স ধরে রাখার জন্য যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন তাদের দেড় হাজার বছর আগে নবীজী (ﷺ) অলিভ অয়েল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, অলিভ অয়েল ত্বক ও চুলের জন্য ভালো এবং বয়স ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক বা বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। এছাড়া অলিভ অয়েল পাকস্থলীর প্রদাহ নিরাময়ে সহায়ক।

**দশ. ডালিম-বেদানা :** বেদানার পুষ্টিগুণ ও খাদ্যগুণের পাশাপাশি এটার ধর্মীয় একটি দিক আছে এবং নবীজী (ﷺ) বলতেন, এটা আহারকারীদের শয়তান ও মন্দ চিন্তা থেকে বিরত রাখে।

**এগার. ভিনেগার :** ভিনেগারের ভেষজ গুণ ও খাদ্যগুণ অপরিসীম। নবীজী (ﷺ) অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে ভিনেগার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ আজকের এই মডার্ন ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগে বিশ্বের বড় বড় নামি-দামি রেস্টুরেন্ট বিশেষ করে এলিট ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে অভিল অয়েল ও ভিনেগার এক সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়।

**বারো. খাবার পানি :** পানির অপর নাম জীবন। পানির ভেষজগুণ অপরিসীম। দেড় হাজার বছর আগে নবীজী (ﷺ) পানিকে পৃথিবীর সেরা ড্রিংক বা পানীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সৌন্দর্য চর্চা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজ প্রচুর পানি পান করতে বলেন। ☒

## ক্বাসাসুল হাদীস

# হত্যাকারী এক লোকের তাওবাহ্

**–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ***

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "তোমাদের পূর্বযুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং তাকে একজন দরবেশকে দেখানো হয়। ফলে সে তার কাছে আসেন এবং তাকে বলেন যে, আমি নিরানব্বই জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি আমার কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে?"

দরবেশ জবাবে বলেন : "না (তাওবার কোনো সুযোগ নেই)।" ফলে সে তাকেও হত্যা করে একশত পূর্ণ করে! অতঃপর সে আবার পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং তাকে এক ব্যক্তিকে দেখানো হয়। ফলে সে তার কাছে আসেন এবং তাকে বলেন যে, আমি একশত জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে?"

সেই ব্যক্তি জবাবে বলেন : "হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। তোমার মাঝে আর তাওবার কাছে কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? তুমি ওমুক ওমুক জায়গায় যাও, কেননা সেখানে আল্লাহর 'ইবাদতগুজার কিছু মানুষ আছেন। অতএব তুমিও সেখানে আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তোমার এলাকায় আর ফিরে যাবে না। কেননা সেটি মন্দ এলাকা।"

অতঃপর সে ব্যক্তি রওয়ানা দেয় এমনকি যখন সে অর্ধেক রাস্তায় আসে, তখন তার মৃত্যু হয়। ফলে তার ব্যাপারে রহমতের ফেরেশ্তা ও 'আযাবের ফেরেশ্তা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়।

রহমতের ফেরেশ্তাগণ বলেন : "সে আমাদের কাছে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ অভিমূখী হয়ে এসেছে।"

'আযাবের ফেরেশ্তাগণ বলেন : "সে তো কখনই কোনো ভালো কাজ করেনি!"

এমন সময় একজন ফেরেশ্তা মানুষের আকৃতিতে সেখানে আসেন ফলে তারা তাকে তাদের বিবাদের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী বানায়। তিনি বলেন : "তোমরা উভয় দিকের জমি পরিমাপ করো। সে যেদিকে অধিক নিকটবর্তী, সেটা তারই বলে গণ্য হবে। ফলে তারা তা পরিমাপ করে এবং তারা তাকে তার উদ্দিষ্ট জমিনের অধিক নিকটবর্তী পায়, ফলে তাকে রহমতের ফেরেশ্তাগণ গ্রহণ করেন।"[৭৫]

অন্য একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, "পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সৎকর্মশীল লোকেদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশি নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের স্থানের অধিবাসী বলে গণ্য করা হলো।"[৭৬]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, "আল্লাহ তা'আলা ঐ স্থানকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎকর্মশীলদের স্থানকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 'তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ।' সুতরাং তাকে সৎকর্মশীলদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশি নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।"[৭৭]

আরও একটি বর্ণনায় আছে, "সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর করে ভালো স্থানের দিকে একটু সরে গিয়েছিল।"[৭৮]

আমরা যারা সীমাহীন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছি এবং পাপ ও পাপীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করার মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাওবাহ্ কবুলের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছি উক্ত ঘটনাটি তাদের জন্য আশার আলো বহন করে। হ্যাঁ, আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও আবেগকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধের দিকে রুজু করি, নিজের উপর যুল্ম করার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, যাদের হক্ব নষ্ট করেছি তাদের হক্ব যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আমরা আশা করতে পারি যে আল্লাহ আমাদের তাওবাহ্ কবুল করবেন এবং পৃথিবীর উপাদানসমূহকে আমাদের তাওবাহ্ কবুলের পক্ষে অনুকূল করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারক এবং ক্ষমাশীল।

*[পরবর্তী অংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[৭৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৬৬; মুসনাদ আহমাদ- ৩/২০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৬২২।*

[৭৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭১৮৫।*

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭০।*

[৭৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭০।*

বিশেষ মাসায়িল

# পুত্রবধূ কি শ্বশুড়-শাশুড়ির সেবা করতে বাধ্য?

**“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।”** *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

**আরাফাত ডেস্ক :** ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী তার স্বামীর মা, বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদির কারও সেবা করতে বাধ্য নয়। তবে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সেবা করা একদিকে যেমন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অন্যদিকে নেকির কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো স্ত্রী যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার শ্বশুর-শাশুড়ি বা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খিদমত করে তবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে আখিরাতে পুরষ্কার প্রদান করবেন ইন্শা-আল্লাহ। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে যে যত বেশি মানুষের উপকার করবে সে তত বেশি উত্তম। বিশেষ করে যখন রোগ-ব্যাধি, শারীরিক অক্ষমতা, বয়োঃবৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে শশুর-শাশুড়ির প্রতি যত্ন নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কারণে মানুষ একে অন্যের সেবা বা সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়।

এক্ষেত্রে স্বামীদেরও উচিত, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তার শ্বশুর-শাশুড়িদের প্রতি যথাসম্ভব সুদৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন দেখা দিলে যথাসম্ভব তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। এতে তিনিও মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন ইন্শা-আল্লাহ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِيْ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا, وَلْأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِيْ حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ، شَهْرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلْأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ فِيْ حَاجَةٍ حَتّٰى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُوْلُ الْأَقْدَامِ وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلّ الْعَسَل.

“মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো সে ব্যক্তি যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ‘আমল হলো, একজন মুসলিমের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো অথবা তার দুখ-কষ্ট লাঘব করা, অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা ও তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আর আমার এই মসজিদে (মদিনার মসজিদে নববীতে) একমাস ব্যাপী ইতিকাফ করার থেকে আমার একজন ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার সাথে গমন করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে গমন করবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ তা‘আলা সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যে দিন মানুষের পাগুলো পিছলে যাবে। আর মন্দ চরিত্র ‘আমলকে নষ্ট করে যেমন সিরকা (ভিনেগার) মধুকে নষ্ট করে দেয়।”[৭৯]

◆ আমাদের সমাজে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করাকে একজন নারীর প্রশংসনীয় দিক বিবেচনা করা হয়। তাই সামাজিক এই সুন্দর রীতিটি বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

◆ তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে, একজন মহিলার জীবনেও একদিন এমন সময় আসতে পারে যখন তার পুত্রবধূর সেবার প্রয়োজন দেখা দিবে। তাই সে যদি এখন সন্তুষ্ট চিত্তে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে তবে সে যখন শাশুড়ি হবে তখন আশা করা যায়, তার পুত্রবধূরা তার সেবা করবে।

❑ সৌদি আরবের ফাতাওয়া বোর্ডকে শাশুড়িকে সহায়তা করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন,

[৭৯] *সহীহ তারগিব- হা. ২০৯০; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৯০৬; সহীহুল জামে‘- হা. ১৭৬।*

ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره.

"শরিয়তে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে, স্ত্রী স্বামীর মাকে সাহায্য করতে বাধ্য। তবে স্বামীর প্রতি ইহসান এবং তার প্রতি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যপরায়ণতার স্বার্থে যতটুকু সামাজিকতার সীমার মধ্যে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা।"[৮০]

❑ আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে প্রশ্ন করা হয়, স্ত্রীর উপর কি স্বামীর মা'র কোনো হক্ব আছে?

তিনি উত্তরে বলেন,

لا، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة؛ لكن لها حق مِن المعروف، والإحسان، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته، أن تراعي أمه في مصالحها، وتخدمها في الأمر اليسير، وأن تزورها من حين لآخر، وأن تستشيرها في بعض الأمور، وأما وجوب الخدمة : فلا تجب؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة.

"না, খিদমতের ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর স্বামীর মায়ের কোনো হক্ব নেই সামাজিকতা ও ইহসানের হক্ব ছাড়া। এ জিনিসটা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি যে, সে তার মায়ের প্রতি যত্ন নেয়, সাধারণ ছোটখাটো বিষয়ে সেবা করে, সময়ে সময়ে তার সাথে দেখা করে এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে তার নিকট পরামর্শ নেয়। কিন্তু খিদমত আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, তা আবশ্যক নয়। কারণ সততা ও কল্যাণের সাথে দাম্পত্য জীবন হবে কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।"[৮১]

❁❁ **আমাদের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পরিবারগুলোর প্রতি বিশেষ বার্তা :** যদি পুত্রবধূ তার শ্বশুর-শাশুড়ির এতটুকু সেবা করে বা কোনোভাবে তার উপকার করে তাহলে তাদের কর্তব্য, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং তার কাজের মূল্যায়ন করা। স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীর এ কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায়ের পাশাপাশি তার প্রশংসা করা এবং তার প্রতি আরও বেশি আন্তরিকতা, যত্ন, সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করা। মাঝে মধ্যে এ জন্য তাকে আলাদা উপহার দেওয়াও ভালো। এতে সে খুশি হবে এবং আরও বেশি সেবা দিতে উৎসাহ বোধ হবে। স্বামীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ لَم يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهِ.

"যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না, সে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল না।"[৮২]

নবী (ﷺ) বলেছেন,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا.

"তোমরা উপহার বিনিময় করো তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।"[৮৩]

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি পুত্রবধূর পক্ষ থেকে সেবা পাওয়াকে 'অধিকার' মনে করা হয়। যার কারণে তার এহেন ত্যাগ ও সেবাকে যথার্থ মূল্যায়ন তো করা হয়ই না; বরং তার কাজে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তার সাথে নানা অপমান সুলভ আচরণ করা হয়, তার প্রতি নানাভাবে যুল্ম-অত্যাচার করা হয় ও কষ্ট দেওয়া হয়। যা সামাজিকভাবে যেমন অমানবিক আচরণ তেমনি শরিয়তের দৃষ্টিতেও হারাম। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

«اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا». وَيُشِيْرُ إِلَى صَدره ثَلَاث مرار بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ومالهُ وَعرضه.

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের ওপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহ ভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি (ﷺ) নিজের বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম।"[৮৪]

❖ **শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি অহংকার করা বা তাদের প্রতি কষ্টদায়ক আচরণ করা হারাম :** এর বিপরীতেও আমাদের সমাজে আরেকটি কষ্টদায়ক চিত্র দেখা যায়। তা হলো–

[৮০] *ফাতাওয়া লাজনাহ দায়িমাহ- ১৯/২৬৪ ও ২৬৫।*
[৮১] *লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ- পৃ. ৬৮, প্রশ্ন নং- ১৪।*
[৮২] *আহমাদ- হা. ১১২৮০; আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৫৫, সহীহ।*
[৮৩] *আল আদাবুল মুফরাদ- ৫৯৪; সহীহুল জামে'- ৩০০৪।*
[৮৪] *সহীহ মুসলিম।*

কতিপয় মহিলা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-যোগ্যতা, সৌন্দর্য্য বা বাবার বাড়ির অর্থ-সম্পদ বা বংশগত গৌরবের কারণে তার শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীর পরিবারকে অবজ্ঞা করে, তাদেরকে নানাভাবে অপমান সুলভ কথা বলে ও কষ্ট দেয়। এটিও হারাম।

অনুরূপভাবে অনেক স্বামীও তার শশুর-শাশুড়ির সাথে অসদাচরণ করে বা তাদেরকে অপমান-অপদস্থ করে। এটিও হারাম।

সর্বাবস্থায় শ্বশুর-শাশুড়ি সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্বদার। কেননা তারা বয়সে বড়। আর বয়োঃবৃদ্ধ, মুরুব্বি বা বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ﷺ) বলেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا».

“যে ছোটদেরকে দয়া এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[৮৫]

সুতরাং প্রতিটি মহিলার জন্য তার শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার স্বামীর পরিবারের বড়দের প্রতি যথার্থ সম্মান-শ্রদ্ধা করা এবং ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহশীল আচরণ করা আবশ্যক। কোনো অবস্থায় কাউকে হেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অহংকার প্রদর্শন, অসম্মানজনক আচরণ করা বা কষ্ট দেওয়া জায়িয নেই। নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই কথা প্রযোজ্য।

***প্রশ্ন : পুত্র সন্তানকে জীবিকা অর্জনের জন্য বাইরে থাকতে হয়। কন্যা সন্তানও বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। এ অবস্থায় পুত্রবধূও যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখাশুনা না করে তাহলে বৃদ্ধ মানুষগুলোকে কে দেখাশুনা করবে?***

***উত্তর :*** আল্লাহ তা‘আলা পিতামাতার সেবা করাকে তার সন্তানদের জন্য অপরিহার্য্য করেছেন; পুত্রবধূর জন্য নয়। সুতরাং স্বামী পিতামাতার সেবা এবং তার জীবন-জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে যদি তিনি তার এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন তাহলে এ ক্ষেত্রে একজন ভালো মনের দ্বীনদার স্ত্রী তার স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং স্বামীকে সহায়তার স্বার্থে তার শ্বশুর-শাশুড়ির যথাসাধ্য সেবা দিবে। এতে আল্লাহ তা‘আলা তাকে পুরস্কৃত করবেন ইন্‌শা-আল্লাহ।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ দান করুন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ☒

[৮৫] *আত তিরমিযী- হা. ১৯১৯, সহীহ; সহীহুল জামে‘- ৫৪৪৫।*

# হত্যাকারী এক লোকের তাওবাহ্

*[২৩ পৃষ্ঠার পরের অংশ]*

## ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. আলেমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জনগণকে ইসলামের আদেশ নিষেধ শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত হতে সাহায্য করা। অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের।

২. একজন সত্যিকার আলেমের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সে শুধুমাত্র জনগনকে দ্বীন ইসলামের আদেশ নিষেধই শিক্ষা দেবে না; সাথে সাথে কিভাবে আদেশগুলো যথাযথভাবে পালন ও নিষেধগুলো বর্জন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাও দেখিয়ে দেবে। উক্ত ঘটনাটিতে আমরা দেখতে পাই, আলেম ব্যক্তি খুনী ব্যক্তিকে শুধু একথাই বলেনি যে, তার তাওবাহ্ কবুলযোগ্য, সাথে সাথে সে তাকে এ নির্দেশনাও দিয়েছিল যে, কিভাবে তাওবাহ্ করতে হবে, কিভাবে পাপ ত্যাগ করতে হবে, এবং কিভাবে ‘ইবাদত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

৩. পাপী যদি পাহাড় পরিমাণও পাপ করে তবুও সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে খালেস অন্তরে তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

৪. আমরা অবশ্যই কখনো মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশ হব না এবং আশা ছেড়ে দেব না। মহান আল্লাহর রহমতের বিষয়ে হতাশা পোষণ করা হলো মহান আল্লাহকেই অবিশ্বাস করা। পৃথিবীর সকল মানুষের পাপও যদি একত্রিত করা হয় তবুও তা মহান আল্লাহর এক ফোঁটা রহমতের নিকট কিছুই নয়।

৫. মূর্খ ব্যক্তি কোনো সমস্যায় পড়লে কুরআন-সুন্নাহতে অভিজ্ঞ কোনো আলেমের (Scholar) কাছে জিজ্ঞেস করে তার সমস্যার সমাধান করে নিবে।

৬. কোনো বিষয়ে যথাযথভাবে না জেনে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

৭. এ ঘটনাটি আমাদের এ শিক্ষাও দেয় যে, একজন আলেম ব্যক্তি অবশ্যই একজন মূর্খ ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ☒

# ফেরেশ্তাদের দু'আ পেয়ে জীবন হোক ধন্য

**–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান**

গুনাহ যেমন ঈমানের নূরকে নিভিয়ে দেয়, পক্ষান্তরে নেক 'আমল গুনাহকে মিটিয়ে ঈমানী নূরকে প্রজ্জ্বলিত করে। অথচ আমরা উদাসীন। কিয়ামতের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, মানুষের পাপের পাল্লা ততই যেন ভারি হচ্ছে। তবে তাক্বওয়াশীল বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বীয় পাপ-মুক্তির প্রত্যাশায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন– এ জন্য নেক 'আমল করেন, অনুশোচনাসহ তাওবাহ্-ইস্তিগফার করেন। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু 'আমল আছে! যে 'আমল করলে আল্লাহ তা'আলার ফেরেশ্তাগণ 'আমলকারীর জন্য দরবারে ইলাহীতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফেরেশ্তাগণ যেহেতু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাদের দু'আ বা প্রার্থনা কবূলের সম্ভাবনাও বেশি। কেননা, আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ ফেরেশ্তাগণ তাঁরই ইচ্ছায় কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ এবং যাবতীয় রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত অবস্থায় তাদের রবের "তাসবীহ-তাহমীদ" পাঠ করেন এবং ঐ সকল মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা দৈনন্দিন 'ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু 'আমলের প্রতি যত্নবান। আর এ সকল মু'মিনদের জন্য ফেরেশ্তাগণও আন্তরিক এবং যত্নবান।

আসুন! ক্ষণস্থায়ী জীবনের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই সে সব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হই। ভাগ্যবান তারাই, যারা 'আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর করুণা ও ফেরেশ্তাদের দু'আ লাভে ধন্য।

কোন 'আমল করলে ফেরেশ্তাগণ মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সে সম্পর্কে দলিল-প্রমাণসহ কিছু 'আমল তুলে ধরা হলো–

**(১) ওযূ অবস্থায় নিদ্রা যাপন :** নিদ্রা যাপনের পূর্বে ওযূ করা উত্তম অভ্যাসগুলোর একটি। ওযূর মাধ্যমে বাহ্যিক পবিত্রতার পাশাপাশি মানসিক প্রফুল্লতাও লাভ করা যায়। আর আল্লাহ তা'আলার ফেরেশ্তাগণ ঐ ব্যক্তির জন্য দরবারে ইলাহীতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা ওযূ অবস্থায় নিদ্রা যাপন করেন। এ বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «طَهِّرُوْا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا».

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) রাত যাপন করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশ্তা তার সাথে রাত যাপন করবে, রাতে যখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে তখনই (ফেরেশ্তাগণ) আল্লাহ তা'আলার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলবে, হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) ঘুমিয়েছে।[৮৬]

**২. সালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকা :** সালাত মু'মিনদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সে জন্য সালাতের সময় উপস্থিত হলে মু'মিনগণ তা সম্পাদন করেন। কিন্তু শত ব্যস্ততার মাঝেও সালাতের পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ওযূ করে সালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সালাতের প্রতি মুসল্লীর অতি মনোযোগ, আবেগ ও ভালোবাসা বিদ্যমান। সে জন্য এ শ্রেণির মুসল্লীদের প্রতি ফেরেশ্তাদেরও মনোযোগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনার মাধ্যমে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، قَالَ : "أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فِيْ صَلَاةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُوْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি যখন ওযূ করে সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, (এ অবস্থায়) সে যেন সালাতেই রত আছে। তার জন্য ফেরেশ্তাগণ দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া করো।[৮৭]

**৩. সালাতের স্থানে বসে থাকা :** সুনান আবূ দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সালাতে

---

[৮৬] *মু'জামুল আওসাত- হা. ৫০৮৭।*
[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৭৬/৬৪৯।*

তাক্বীরাতুত তাহরীমা কতিপয় হালাল বিষয়কে (যেমন- কথা বলা, স্থান ত্যাগ করাসহ সালাত বহির্ভূত যাবতীয় কাজকর্ম) হারাম করে দেয়; আর ঐ হারাম বিষয়কে পুনরায় হালাল করে দেয় সালাম।" অর্থাৎ- সালাম ফিরানোর পর মুসাল্লা (সালাতের স্থান) ত্যাগে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে সালামের পর মসাল্লায় বসে তাসবীহ পাঠ অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি কাজ। তাছাড়া সালাম ফিরানোর সাথে সাথে মুসাল্লা ত্যাগের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সালাতের প্রতি মুসল্লীর দায়সারা মনোভাব। জরুরী মুহূর্তের বিষয়টি ভিন্ন। সালাম ফিরানোর পর মুসাল্লায় (সালাতের স্থানে) অবস্থান করা যেহেতু সালাতের অংশ নয়, সেজন্য এর মর্যাদাও ভিন্ন। অর্থাৎ- সালাতের স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য ফেরেশ্তাগণ দু'আ করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : "اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ফেরেশ্তাগণ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার সালাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযূ ভঙ্গ হয়। (ফেরেশ্তাগণ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও; হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি সদয় হও।[৮৮]

**৪. সিয়ামের নিয়তে সাহারী খাওয়া :** সাহারী বরকতপূর্ণ এক খাদ্য। সাহারী ভক্ষণের শেষ সময়ের পর হতে সিয়াম শুরু হয় এবং ইফতার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সওম পূর্ণতা পায়। তাছাড়া সিয়াম আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের বিশেষ এক মাধ্যম। সাহারী গ্রহণকারীর জন্য বিশেষ মর্যাদা হলো– ফেরেশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه)، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ».

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাহারী ভক্ষণকারীদের প্রতি দয়া করেন এবং ফেরেশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।[৮৯]

**৫. মুসলিমদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা :** দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যে, নিভৃতে-নির্জনে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করার সময়টাও যেন আমাদের নেই। আর অন্যের জন্য প্রার্থনা! সে তো সুদূর পরাহত। অথচ অন্য মুসলিমের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কত যে মূল্যবান একটি 'আমল তা মূল্যয়ন করার ফুরসতও আমাদের নেই। আল্লাহ বলেন :

﴿فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ﴾

"কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মু'মিন ও মু'মিনদের ভুল-ত্রুটির জন্য, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[৯০]

এ সম্পর্কে উম্মু দারদা বলেন, আমাকে আমার সাইয়্যেদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই নবী (ﷺ) বলেছেন :

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

কোনো মুসলিম যদি তার অনুপস্থিত (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য দু'আ করে অথবা ক্ষমা চায়– তবে তা কবূল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত থাকে। যখনই কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণার্থে দু'আ করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেশ্তা বলে, আমীন। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! কবূল করুন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ (অর্থাৎ- তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও তা-ই দান করুন)।[৯১]

**৬. উত্তম শিক্ষা প্রদান :** ফেরেশ্তাগণ তাদের জন্যও দু'আ করেন, যারা মানুষকে কল্যাণকর ও ভালো কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ».

---

[৮৮] *বুখারী- হা: ৪৪৫; মুসলিম- হা: ৬৪৯; আত্ তিরমিযী- হা: ২১৫; আন্ নাসায়ী- হা: ৭৩৩, আবূ দাউদ- হা: ৪৬৯।*

[৮৯] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা: ৩৪৬৭, ৮/২৪৬, আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা: ১০৬৬।*

[৯০] *সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯।*

[৯১] *সহীহ মুসলিম- হা: ৮৮-(২৭৩৩), ৪/২০৯৪।*

নিশ্চয় মানুষকে ভালো কথা শিক্ষা দানকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশ্তাগণ, আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছেরাও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।[৯২]

**৭. রোগী দর্শন :** আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া সামাজিক দায়িত্বের অংশ। সামাজিক জীব হিসেবে আমরা অনেকেই এ দায়িত্ব পালন করে থাকি। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনে দেহের উপস্থিতি ঘটলেও সব সময় অন্তরের উপস্থিতি ঘটে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হয়, তবে সেখানে আন্তরিক উপস্থিতি ঘটবে ইন্শা-আল্লাহ; যার মধ্যে থাকবে প্রভূত কল্যাণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه)، قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ».

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে মুসলিম তার অসুস্থ কোনো মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন, দিনের যে সময় দেখতে যাবে সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত (ফেরেশ্তাগণ) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং রাতের যে সময় দেখতে যায়, সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত (ফেরেশ্তাগণ) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।[৯৩]

**৮. মু'মিন ও তাদের সৎ আত্মীয়দের জন্য :** আল্লাহ তা'আলার আরশ-বহনকারী ও তাদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশ্তারা মু'মিনদের জন্য দু'আ করে থাকে। সেই ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা হলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত ফেরেশ্তামণ্ডলী।[৯৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

"যারা আরশ বহন করে আছে, আর যারা আছে তার চারপাশে, তারা প্রশংসাসহ তার প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে আর মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছ, কাজেই যারা তাওবাহ্ করে ও তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আর জাহান্নামের 'আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ; তুমি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। আর তুমি তাদেরকে রক্ষা করো সকলপ্রকার মন্দ থেকে। সেদিন তুমি যাকে সমস্ত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে, তার প্রতি তো দয়াই করলে। এটাই হলো চূড়ান্ত সাফল্য।"[৯৫]

সীমাহীন চাওয়া-পাওয়ার নেশায়, ব্যস্ততার মেকি অজুহাতে আমাদের প্রতিটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে। দুনিয়ার বুকে স্থায়ী আবাস গড়ার উন্মাদনা ক'দিনের জীবনকে অশান্ত করে রেখেছে। অথচ জীবনপঞ্জিকার শেষ মুহূর্তটি যে দরজায় কড়া নাড়ছে সে দিকে খেয়াল নেই। হয়তো এখনই হিসাবের খাতা বন্ধ করে মালাকুল মউত-এর সাথে যেতে হবে বরযখের দুনিয়ায়।

শেষ বিদায়ের আগে আমার ইস্তিগফার কি দরবারে ইলাহীতে গৃহীত হয়েছে? নিষ্পাপ ফেরেশ্তাগণ কি একবারের জন্যও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করছে? এটাই হোক জীবন সায়াহ্নের শেষ জিজ্ঞাসা এবং সে মোতাবেক চলা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঐসব নেক 'আমল করার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

---

[৯২] *আত্ তিরমিযী- হা: ২৮২৫, ৭/৩৭৯-৩৮০, আলবানী সহীহ বলেছেন, দেখুন : সহীহ সুনানুত তিরমিযী- ২/৩৪৩।*

[৯৩] *সুনান আবূ দাউদ- মা. শা. হা. ৩০৯৮।*

[৯৪] *তাফসীরে কুরতুবী- ১৫/২৯৪, তাফসীরে বায়জাবী- ৪/৩৩৫।*

[৯৫] *সূরা আল মু'মিন ৪০ : ৭-৯।*

## সমাজ চিন্তা

# ইসলামি শিষ্টাচার বা আদব

**সংকলনে : হাফিয মুহা. আইয়ূব বিন ইদু মিয়া**

**ভূমিকা :** মুসলিম মানেই হচ্ছে আল্লাহর অনুগত দাস। তাই মুনীবের ইচ্ছা অনুসারে চলাই তার প্রধান কাজ। এর বিপরীত চলার মধ্যে নেই কল্যাণ; বরং রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি। তাই শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও উপকারিতা পেতে হলে আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে। ইসলামী শিষ্টাচার বা আদব হচ্ছে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুন্দর, শান্তিময় ও মানুষের জন্য কল্যাণময়। এতে লৌকিকতা নয়; বরং মানুষের অধিকার রক্ষা, সৌজন্যবোধ ও শালীনতা রক্ষা করা। কিন্তু আজ আমরা এগুলোকে কোনো জরুরী বিষয় বা মান্য করা অপরিহার্য মনে করি না। তাইতো আজ আমাদের অধিকাংশ আচার-আচরণ কাফির-মুশরিকদের চেয়েও খারাপ।

ইসলাম এ সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করেছে এবং সঠিক পথে চলতে গুরুত্ব আরোপ করেছে অথচ আজ কোথায় আমাদের আখলাক, চরিত্র ও ইসলামী শিষ্টাচার! তাই নিম্নে আমাদের জীবন চলার ক্ষেত্রে কোন কাজ কোনভাবে করলে ইসলামের রীতিতে হয় তা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

**ইসলামী শিষ্টাচারের গুরুত্ব :** আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো রীতি-নীতি গ্রহণ করেন না।”[৯৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, “তোমরা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলো শয়তানের অনুসরণ করো না।”[৯৭]

● রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি (মুসলিম ছাড়া) অন্য কোনো জাতির সঙ্গে কোনো বিষয়ে মিল রাখলো সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হলো।[৯৮]

মুসলিম মানেই হচ্ছে মহান আল্লাহর অনুগত দাস। তাই মুনীবের ইচ্ছা অনুসারে চলাই তার প্রধান কাজ। এর বিপরীত চলার মধ্যে নেই কল্যাণ; বরং রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি। তাই শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও উপকারিতা পেতে হলে মহান আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে।

[৯৬] *সূরা আ-লি ‘ইমরান।*
[৯৭] *সূরা আ-লি বাক্বারাহ্।*
[৯৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৩১, হাসান সহীহ।*

**(১) মহান আল্লাহকে ভয় করে চলার আদব :**

১. মহান আল্লাহকে ভয় করে তার রাজী ও খুশির লক্ষ্যেই একনিষ্ঠভাবে তাঁর ‘ইবাদত করা।
২. পবিত্রতা অর্জন করে মার্জিত পোষাকে ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ধীরস্থিরভাবে ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।
৩. আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে চোখ, মুখ, কামনা-বাসনা কন্ট্রোল করে রমাযানে সিয়াম পালন করা।
৪. জীবন আশংকিত হলেও কোনো অবস্থায়ই শির্ক, বিদআত, কুফ্‌রী ও হারাম কাজে জড়িত না হওয়া।
৫. মনের কথা কেউ না জানলেও একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা সব জানেন এ কথা স্মরণ করে চলা।
৬. মহান আল্লাহর ‘ইবাদত ও হুকুম পালনে কোনোরূপ রিয়া ও লৌকিকতা না করা।
৭. অন্তরকে তাজা ও মহান আল্লাহর আনুগত্যে রাখতে বেশি বেশি যিক্‌র, দু‘আ-দরূদ ও তাসবীহ পাঠ করা।
৮. শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে লোভ, লালসা, সুখ-সুবিধা ও হারাম ত্যাগ করা।

**(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আদব :** ১. সুন্নাহ পালনে আগ্রহী, আন্তরিক ও যত্নবান হওয়া। ২. মনের খেয়াল-খায়েশ নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করে সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়া। ৩. বাহ্যিক সুরতে সুন্নাহর অনুসরণ প্রকাশ করা। ৪. কোনো কিছুর দোহাই দিয়ে সুন্নাহকে বর্জন না করা। ৫. সুন্নাহ বিরোধী যাবতীয় বিদআত, সামাজিক রীতিনীতি ও আইন-কানুন বর্জন করা। ৬. অন্য কোনো পথ-পদ্ধতি নয় শুধুমাত্র সুন্নাহকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে অনুসরণ করা। ৭. রাসূল (ﷺ)-এর নাম উচ্চারণের সাথে দরূদ পাঠ করা।

**(৩) ঘুম থেকে উঠার পর করণীয় :** ১. ঘুম থেকে জেগে প্রথমে চেহারা মুছে ফেলে ঘুম থেকে উঠার পরে দু‘আ পাঠ করা। ২. কোনো পাত্রে হাত ডুবানোর আগে দুই হাত ভালো করে ধুয়ে নেয়া। ৩. বাম পা দিয়ে প্রসাব-পায়খানায় প্রবেশ এবং ঢুকার পূর্বেই দু‘আ পড়া, আর বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হয়ে দু‘আ পড়া। ৪. প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কথা না বলা। ৫. ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা না করা এবং শৌচকার্য শেষ হলে মাটি বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। ৬. প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা এবং তিন বার নাক ঝাড়া। ৭. ওযূ করা। ৮. ফাজরের সলাত আদায় করা। ৯. সালাম ফেরার পর কিছু সময় দু‘আ, তাসবীহ ও কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা কেননা, এটা খুবই উত্তম সময় আর এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

**(৪) সারা দিনের কাজের কর্মসূচি গ্রহণ করা : ১.** কখন ঘুম থেকে উঠব। **২.** ওঠার পর কি কি করবো। **৩.** সারাদিন কখন কোন কাজ কোন সময় ও কতক্ষণ করব তা লিখিত না হলো চিন্তা করে সাজিয়ে রাখা। **৪.** জরুরী কাজ ও প্রতিশ্রুতিসমূহ যথাযথভাবে করার জন্য এবং তা ভুলে না যাওয়ার জন্য ডায়েরী বা ক্যালেন্ডারে লিখে রাখা। **৫.** সারাদিনে কোন সময়ে লেখাপড়া করা হবে, কাজ করা হবে, কতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, দু'আ, দরূদ, যিক্র ও তাসবীহ-তাহলীল পড়া হবে তা নির্দিষ্ট করে নেয়া। **৬.** নির্দিষ্ট সময়েই লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা, পারিবারিক, সামাজিক ও দ্বীনি কাজের সময় ব্যয় ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পন্ন করা। **৭.** ছুটির দিন বিশ্রাম, প্রয়োজনীয় সাংসারিক কাজ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত ও কোথাও যাওয়া বা ভ্রমণের ছক করে কাজ করা। **৮.** অনুষ্ঠান, প্রোগ্রাম বা আড্ডায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করা, কেননা এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়; মনে রাখা কর্তব্য যে, মানুষের প্রতিটি মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছরের মূল্য অনেক বেশি; তাই সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য কথা কম বলা ও কথা সংক্ষেপে বলাই শরিয়তের বিধান। আর এগুলো ঈমান, 'আমাল, সামাজিক সম্প্রীতি ও পরিবেশ রক্ষার জন্যও খুব জরুরী।

**(৫) পোশাক পরিধানের আদাব : ১.** প্রথমেই বিস্মিল্লা-হ বলে ডান দিক থেকে শুরু করা ও নতুন পোশাক হলে পরিধানের দু'আ পাঠ করা। **২.** বড়ত্ব প্রকাশ নয়, অহংকার মুক্ত, অশ্লীলতা বা আপত্তিকর ও ছবিযুক্ত নয় এমন পোশাক পরা। **৩.** টাইট-ফিটিং ও ছোট পোশাক না পরা, কেননা এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর, আর সলাত আদায়রত অবস্থায় রুকূ'-সাজদায় শরীরের অংশও প্রকাশ পায় বা সলাত নষ্ট হওয়ার কারণ। **৪.** ফ্যাশন বা ব্র্যান্ডের নামে ব্যয়বহুল পোশাক পরিহার করা। **৫.** ছেলেরা সর্বদা টাখনুর ওপর এবং মহিলারা সারা শরীর আবৃত করে পোশাক পরা। **৬.** মেয়েরা বাইরে চলার সময় অবশ্যই সঠিক পর্দা করা, দ্রুত না হাঁটা আর শরীর দুলিয়ে না চলা এবং খুশবু ব্যবহার না করা, কেননা এগুলো হারাম ও সামাজিক পরিবেশ নষ্টেরও কারণ। **৭.** নোংরা এবং অগোছালো জামা সম্পর্কে সতর্ক থাকা। **৮.** সম্ভব হলে নাইট ড্রেস পরিবর্তন করে সালাত আদায় করা। **৯.** জুতা পরলে ডান পায়ে আগে এবং বসে জুতা পায়ে দেয়া। **১০.** এক পা খালি রেখে আরেক পায়ে জুতা পরা নিষিদ্ধ।

**(৬) কথা-বার্তার আদাব : ১.** হায়, হ্যালো নয়; বরং যে কোনো কথা বা আলোচনার শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দরূদ ও মহান আল্লাহর নাম নিয়ে সালাম দিয়ে শুরু করে কথা বলাই হচ্ছে ইসলামের বিধান। **২.** কারো সাথেই অহংকার, উচ্চৈঃস্বর ও কর্কশ ভাষায় কথা না বলা। **৩.** অন্যের কথার মাঝে কথা না বলা। **৪.** বড়দের সাথে শ্রদ্ধা ও ছোটদের সাথে স্নেহের সাথে কথা বলা। **৫.** যে কোনো কথা বলার পূর্বে ভেবে-চিন্তে তার পরে কথা বলা। **৬.** কথা দ্রুত নয়; বরং ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে বলা। **৭.** মাজলিস বা সমাবেশে, বৈঠকে বা কোনো আড্ডায় অনুমতি ব্যতীত কথা না বলা। **৮.** সর্বদা অশালীন, গালি ও কটু কথা পরিহার করে চলা। **৯.** কাউকে অপমান বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা না বলা। **১০.** পরিচিতদের সাথে দেখা হলে সালাম ও মুসাফাহ্ করা। **১১.** সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা। **১২.** অপরের দোষত্রুটি না খোঁজা এবং এসব না বলে বেড়ানো। **১৩.** কারো সম্পর্কে কথা বলতে বা কোনো কথা প্রচারের পূর্বে সে কথা ভালো করে যাচাই-বাছাই করে অবস্থা, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষেপে বলা, অন্যথায় চুপ থাকা। **১৪.** কোনো দুর্ঘটনা বা ক্ষতিকারক পরিস্থিতিতে হা-হুতাশ না করে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কথা বলা। **১৫.** ফিতনা সৃষ্টি করে এমন কথা পরিহার করা। **১৬.** কথাকে সংক্ষেপ করা। **১৭.** তিনজন থাকলে আলাদা দু'জন কথা না বলা, কথা বললেও তৃতীয়জন থেকে অনুমতি নিয়ে কথা বলা। **১৮.** গীবাত হবে এমন কথা পরিহার করা।

**(৭) রাস্তায় চলার আদব : ১.** বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে দু'আ পাঠ করা। **২.** রাস্তায় ডান পাশ দিয়ে চলাচল করা করা সুন্নত। **৩.** অতি দ্রুত না চলা। **৪.** রাস্তায় দৃষ্টি নিম্নমুখী রেখে দেখে-শুনে চলা। **৫.** ছোট-বড়, চেনা-অচেনা সকল মুসলিমকে সালাম দেয়া। **৬.** রাস্তায় পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। **৭.** নিজ বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে দু'আ পাঠ করা এবং উচ্চৈঃস্বরে সালাম দিয়ে ও বিস্মিল্লা-হ বলে প্রবেশ করা আর অন্যের বাড়ি হলে, অনুমতি নিয়ে তারপর প্রবেশ করা। **৮.** চেনা-পরিচিত লোকের সাথে দেখা হলে সালামের পর মুসাফাহ্ করা। **৯.** হাঁচি দিলে হাঁচির দু'আ পাঠ করা, কেউ জবাবের দু'আ পড়লে এরপর তার জবাবে দু'আ পাঠ করা। **১০.** সম্ভব হলে রাস্তায় চলতে-ফিরতে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা।

**(৮) খাবারের আদব : ১.** প্রথমেই হাত ভালোভাবে ধৌত করা। **২.** কুলি করা। **৩.** আদবের সাথে খেতে বসা। **৪.** খাদ্য হালাল কি না নিশ্চিত হওয়া। **৫.** খাবারের সময় জুতা খুলে খাওয়া। **৬.** ডান পাশ থেকে বিসমিল্লা-হ বলে খাওয়া শুরু করা আর ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই 'বিস্‌মিল্লা-হি আও্‌ওয়ালাহূ ওয়া- আ-খিরাহু' বলা। **৭.** খাওয়া প্লেটের মধ্য থেকে নয় এক দিক থেকে খাওয়া। **৮.** অন্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে খাওয়া যেন অপরের অধিকার বঞ্চিত না হয়; বরং অন্যকে বেশি দেয়ার চেষ্টা করা। **৯.** খাবার অপচয় না করা এবং ফেলে না খাওয়া। **১০.** প্লেটে খাবারের কিছু অংশ না রেখে বরং সম্পূর্ণ এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নত। **১১.** খাবার পেট ভরে না খাওয়া, কেননা এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। **১২.** খাবারের দোষ-ত্রুটি না বলা। **১৩.** সবশেষে আলহামদু-লিল্লাহ বলা ও খাবার শেষের দু'আ পাঠ করা। **১৪.** পরিবার বা সাথে যারা আছে সবাই একসাথে খাওয়া, বিচ্ছিন্নভাবে না খাওয়া।

**(৯) অনুষ্ঠান ও দিবসে করণীয়-বর্জনীয় : ১.** সর্বক্ষেত্রে দেশাচারের নামে ইসলামবিরোধী রীতিনীতি পরিহার করা। **২.** বিজাতীয় রীতিতে শোকের নামে কালো পোশাক বা কালো ব্যাচ না পড়া। **৩.** দিবস বা অনুষ্ঠানের নামে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এবং টাকা অপচয় করে বিধর্মীদের মতো উচ্চৈঃস্বরে গান-বাজনা, পটকাবাজি, আতশবাজি, হৈ-হুল্লোড় না করা। **৪.** মৃত ব্যক্তির ক্বরে বা স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দেয়া, দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি হচ্ছে বিজাতীয় কর্মকাণ্ড, তাই এসব থেকে বিরত থাকা। **৫.** বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বিয়ের দিবস, সুন্নতে খাতনাহ্, চল্লিশা, কুলখানি ইত্যাদির নামে ইসলামবিরোধী কাজ এবং অর্থ অপচয়, বেপর্দা, অশ্লীল ও হিন্দুয়ানী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।

**(১০) মাতা-পিতা, শিক্ষক, বন্ধু ও বড়দের প্রতি আদব : ১.** মাতা-পিতা, শিক্ষক ও বড়দের সর্বদা শ্রদ্ধা করে চলা ও দেখা হলেই সালাম দেওয়া ও দু'আ চাওয়া। **২.** তাদের সাথে কোনো অবস্থায়ই তর্ক না করা; বরং চুপ করে তাদের কথা শুনা। **৩.** তাদের কথামত চলা। **৪.** তাদের খিদমত করা। **৫.** অসৎ বন্ধুদের সাথে না মেশা। **৬.** আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সর্বদা ভালো আচরণ ও নম্রতা প্রদর্শন করা। **৭.** মাতা-পিতা ও গুরুজনের মনে কষ্ট হয় এমন আচরণ পরিহার করে চলা।

**(১১) শোয়ার পূর্বের 'আমাল : ১.** ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করা। **২.** প্রথমে বিছানা ঝেড়ে নেয়া। **৩.** ঘুম আসার পূর্বে দু'আ পাঠ করা। **৪.** সূরা আল মুল্‌ক পাঠ করা। **৫.** সূরা আল কা-ফিরূন ৪ বার পাঠ করা। **৬.** সূরা আল ইখলাস, আল ফালা-ক্ব ও আন্ না-স্ একবার করে পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে পায়ের দিকে যতটুকু পর্যন্ত হাত যায় সেই পর্যন্ত মাসাহ করা সুন্নত; এভাবে তিনবার পড়ে তা করা। **৭.** আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। **৮.** সূরা আল বাক্বারাহ্'র শেষ দুই আয়াত পাঠ করা। **৯.** সারা দিনের ভুলত্রুটি স্মরণ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করা। **১০.** ডান কাতে গালের নিচে ডান হাত দিয়ে ঘুমানো। **১১.** উপুড় হয়ে না শোয়া। এছাড়াও বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আরো অনেক দু'আ পড়েছেন সম্ভব হলে সেগুলো পড়া; উল্লেখ্য এসব 'আমালে জানমালের নিরাপত্তা ও বহু সাওয়াব ও অনেক উপকারিতা রয়েছে।

**(১২) মসজিদের আদব : ১.** অপবিত্র শরীর নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা। **২.** মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া। **৩.** মসজিদে বসার পূর্বে অন্তত মসজিদের দাখিলা ২ রাকআত সুন্নত আদায় করে বসা। **৪.** মসজিদের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য দ্রুত না হেঁটে স্বাভাবিকভাবে যেয়ে শামিল হওয়া। **৫.** মসজিদে খুত্ববাহ্ চলাকালীন সময়ে কথা না বলা ও ইশারা-ইঙ্গিতও না করা। **৬.** মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা না বলা। **৭.** মসজিদের ভাব-গাম্ভির্যতা বজায় রাখতে দুনিয়াবী কথা ও আড্ডা পরিহার করা। **৮.** সালাতের সকল কাজ অবশ্যই ইমামের পিছনে পিছনে করা এবং সাবধান থাকা যেন ইমামের সাথে ও আগে কোনো কাজ না হয়। **৯.** মসজিদে থুথু, কফ বা ময়লা ইত্যাদি না ফেলা আর পড়ে থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়াই উত্তম কাজ। **১০.** ছোট-বড় অথবা স্থানীয়-অস্থানীয় যে কোনো মুসল্লীর কোনো ত্রুটি হলে তাকে ধমক বা তিরস্কার না করে; বরং আন্তরিকতার সাথে নম্রভাবে কথা বলে তাকে সংশোধন বা শিখিয়ে দেয়া। **১১.** মসজিদের পানি, বিদ্যুৎ বা অন্য কোনো সম্পদ যেন অপচয় বা ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। **১২.** মসজিদে অবস্থানকালে যথাসম্ভব কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, দু'আ-দরূদ ইত্যাদিতে মশগুল থাকা।

**(১৩) কথাবার্তায় কখন কি বলতে হয়–**

**১. প্রশ্ন : 'সুবহা-নাল্লাহ' কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** 'সুব্‌হা-নাল্লাহ' অর্থ হচ্ছে– সকল পবিত্রতা মহান আল্লাহর। যথা- **(১)** মহান আল্লাহর মহিমা শুনে; **(২)**

সুন্দর ফল, ফুল দেখে; (৩) দৃষ্টিপাত বৈধ এমন সুন্দর জিনিস দেখে; (৪) ভালো কথা শ্রবণ করে; (৫) আশ্চর্যজনক কোনো কথা শুনে ইত্যাদিতে বলতে হয় 'সুব্হা-নাল্লাহ'।

**২. প্রশ্ন : 'আলহাম্দু-লিল্লাহ' কখন বলতে হবে?**

**উত্তর :** 'আলহাম্দুলিল্লা-হ' এর অর্থ হচ্ছে– সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যথা- (১) কেউ অবস্থাদি জিজ্ঞেস করলে, (২) পরীক্ষা ভালো হলে, (৩) কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হলে, (৪) আহার ও পান করা শেষ হলে, (৫) কোনো সুসংবাদ শুনলে ইত্যাদিতে বলতে হয়- 'আলহাম্দু-লিল্লাহ'।

**৩. প্রশ্ন : 'ইন্শা-আল্লাহ' কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** 'ইন্শা-আল্লাহ' অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। ভবিষ্যতে কিছু করব্, যাব- এ রকম মনোভাব পোষণ বা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলে বলতে হবে 'ইন্শা-আল্লাহ।

**৪. প্রশ্ন : 'মা-শা-আল্লাহ' কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** 'মা-শা-আল্লাহ' অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। যথা- (১) কেউ পরীক্ষায় ভালো করেছে শুনলে, (২) যে কোনো সুসংবাদ শুনলে, (৩) কেউ ভালো কাজ করেছে শুনলে ইত্যাদিতে বলতে হয় 'মা-শা-আল্লাহ'।

**৫. প্রশ্ন : ইন্না-লিল্লা-হ কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** ইন্না- লিল্লা-হ-এর অর্থ হচ্ছে– আমরা তো মহান আল্লাহরই। তাই যে কোনো দুর্ঘটনা, ক্ষতি বা দুঃসংবাদ শুনলে বলতে হয় ইন্না- লিল্লা-হ।

**৬. প্রশ্ন : 'আল্ল-হু আকবার' কখন বলতে হয়?**

**উত্তর : ১.** 'আল্লাহু আকবার' অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় কিছু দেখলে বা শুনলে, **২.** উপরে উঠতে বা বড়ত্ব কিছু প্রকাশ করতে, **৩.** আনন্দদায়ক সংবাদ শুনলে বলতে হয় 'আল্লাহু আকবার'।

**৭. প্রশ্ন : জাযাকাল্লাহ খয়রান কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** জাযাকাল্লাহু খইরান অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন। কেউ কোনো কিছু উপহার পেলে বলতে হয় জাযাকাল্লাহ খায়রান।

**৮. প্রশ্ন : আস্তাগফিরুল্লাহ কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** আস্তাগফিরুল্লাহ'র অর্থ– আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। গুনাহের কাজ করলে বা করার কল্পনা ও শপথ করলে।

**৯. প্রশ্ন : লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহর অর্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া আর কোনো সহযোগিতা বা সাহায্য নেই। এটি মহান আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করতে বলতে হয়।

**১০. প্রশ্ন : নাউযুবিল্লাহ কখন বলতে হয়?**

**উত্তর :** নাউযুবিল্লাহর অর্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। মন্দ কিছু শুনলে বা দেখলে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নাউযুবিল্লাহ বলতে হয়।

**১১. প্রশ্ন : টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট বা বক্তৃতায় কথা বলার শুরুতে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** আসসালামু আলাইকুম।

**১২. প্রশ্ন : রাসূল (ﷺ)-এর নাম নিলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, অর্থ– আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর শান্তি অবতীর্ণ করুন।

**১৩. প্রশ্ন : বাড়ীতে প্রবেশের সময় কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ও বিস্মিল্লা-হ বলে প্রবেশ করতে হয়।

**১৪. প্রশ্ন : নবীদের নাম শুনলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** 'আলাইহিস্ সালাম অর্থ তাঁর ওপর সালাম বর্ষিত হোক।

**১৫. প্রশ্ন : সহাবীদের নাম শুনলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** রযিআল্লাহু তা'আলা আনহু অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রাজী **উল্লেখ্য-** মহিলা সাহাবাদের ক্ষেত্রে আনহু-এর পরিবর্তে আনহা বলতে হবে।

**১৬. প্রশ্ন : তাবীঈ ও তাবে তাবেঈদের নাম শুনলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

**১৭. প্রশ্ন : কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** আলহাম্দুলিল্লাহ।

**১৮. প্রশ্ন : দুঃস্বপ্ন দেখলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** তিনবার আউযুবিল্লাহি মিনাশ... বাম কাধে থুথু দিতে হয় এবং কাত বদল করতে হয়।

**১৯. প্রশ্ন : খাওয়ার শুরুতে বা খাবার মাঝে স্মরণ হলে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** বিস্মিল্লা-হির রহ্মা-নির রাহীম আর পরে মনে হলে বলতে হয় বিস্মিল্লা-হি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু।

**২০. প্রশ্ন : হাচি ও হাই তুললে কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** আলহাম্দু-লিল্লাহ ও আস্তাগফিরুল্লাহ।

**২১. প্রশ্ন : বিদায়ের বেলায় কি বলতে হয়?**

**উত্তর :** আল্লাহ হাফিয এবং আস সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ। ☒

অভিব্যক্তি

# আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন

–মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)*

সকল মানুষেরই স্বপ্ন থাকে। সুন্দর ও সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমরা শুধু নিজেদের ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করি না, অধীনস্ত ও সংশ্লিষ্টদের কথাও ভাবি। বাবা তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে সবার ধারণা এক নয়। অনেক মানুষ ভবিষ্যত বলতে শুধু দুনিয়ার জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকুই বোঝে। আর তা সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য স্বদেশ ও স্বজন ছেড়ে সুদূর বিদেশের মাটিতে প্রবাসী জীবন কাটায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে বান্দার প্রকৃত ভবিষ্যৎ জীবন কোনটি, যাকে সুখময় ও উজ্জ্বল করার জন্য সে সারা জীবন মেহনত-মোজাহাদা করবে? আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বারবার বিভিন্নভাবে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রকৃত জীবন হলো আখিরাতের জীবন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

"আর এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত পরকালের আবাসই হলো চিরন্তন (ও প্রকৃত আবাস।) যদি তারা জানত।"[৯৯]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! পার্থিব এ জীবনের নিয়ামতরাজি তো কেবল জীবন ধারণের সামান্য উপকরণমাত্র। বস্তুত পরকালই হচ্ছে স্থায়ী আবাস।"[১০০]

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾

"নিশ্চয়ই আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল উত্তম।"[১০১]

এজন্য আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে বারবার তার প্রকৃত ভবিষ্যৎ, পরকালের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকে ভেবে দেখুক, আগামী দিনের জন্য সে কী প্রেরণ করেছে। তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত।"[১০২]

তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্নভাবে তাঁর বাণী ও কর্মের দ্বারা মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এক হাদীসে রাসূলে কারীম (ﷺ) বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই একমাত্র জীবন। অতএব তুমি আমাদের ও মুহাজিরদের সংশোধন করো।[১০৩]

একবার 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে দেখলেন যে, তিনি খালি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে ফেললেন। রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেন, 'উমার কাঁদছ কেন? 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিসরা ও কায়সার কত ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে আছে। অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল! (দোজাহানের সরদার আপনার এই অবস্থা!) তখন নবী কারীম (ﷺ) বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখিরাত?[১০৪]

মু'মিনের জন্য দুনিয়া ভোগ ও উপভোগের জীবন নয়। দুনিয়াতে সে একজন পথিক, যার গন্তব্য সামনে। রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেন তুমি একজন পরদেশী আগন্তুক অথবা পথিক-মুসাফির।[১০৫]

*[পরবর্তী অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

* *লেখক, শিক্ষক ও কলামিস্ট।*

[৯৯] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৬৪।*

[১০০] *সূরা আল মু'মিন : ৩৯।*

[১০১] *সূরা আয্ যুহা- : ৪।*

[১০২] *সূরা আল হাশর : ১৮।*

[১০৩] *সহীহুল বুখারী- ২/৯৪৯।*

[১০৪] *সহীহুল বুখারী- ২/৭৩০।*

[১০৫] *সহীহুল বুখারী- ২/৯৪৯।*

## অভিমত

# ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা ও পরামর্শ

–আহসান শেখ*

*[পর্ব– ২ (শেষ)]*

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার দুইমাস গত অক্টোবরে ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল যেখানে ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই ৭ বছর যেখানে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয়েছিল সেই ট্রাইবুনালে পুনর্গঠন করে সেখানে জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার উপর যুল্ম হত্যাকাণ্ড অত্যাচারের ঘটনায় স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাসহ অভিযুক্তদের বিচারের কাজ শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়। জুলাই আগস্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে খুনি জালিম হাসিনার পেটোয়া বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারগণ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে।

জুলাই আগস্টে ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহত হয়ে যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের জন্য উন্নত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার ঘোষণাও এসেছে এই তিন মাসে। সম্প্রতি গত ১৫ নভেম্বর ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থান বিপ্লবের ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছিল। সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ উপলক্ষে ১৭ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন যেখানে জুলাই-আগস্টের প্রতিটি হত্যার বিচার করার পুনঃপ্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ও দ্রব্যমূল্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা, গত ১৫ বছরে সব অপকর্মের বিচার করা, গত ১৫ বছরে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার কথা ব্যক্ত করেন এবং দেশের জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

**কিছু কথা :** ১৯৯০-এর ০৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ সাড়ে আট বা ০৯ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাবেক সেনাশাসক এইচ এম এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে জনগণের কথা বিবেচনা করে পদত্যাগ করেছিলেন, গণতন্ত্র পুনরায় ফিরে এসেছিল জনগণ ব্যাপক আনন্দ উল্লাস করেছিল কিন্তু এরশাদ পালায়নি। তবে এর উল্টো জালিম হাসিনা জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে জনগণের উপর নির্যাতন, যুল্ম, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করে বিদেশে পালিয়েছে এবং মানুষ এখন হাসিনাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করছে। ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনে হাসিনার সরকারের পতনের পরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সব খাতে সংস্কারের জন্য এই সরকার কাজ করছে পাশাপাশি বিগত ১৫ বছরে হওয়া দুর্নীতি দূর করার জন্য এই সরকার কাজ করছে। ৫ আগস্ট বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান ও বিপ্লবের মাধ্যমে হাসিনার পতনের পর থেকে ভারতের বিজেপি সমর্থিত মিডিয়াগুলোতে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক গুজব অপপ্রচার চালিয়েছিল। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ, বিএনপি, জামাতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ সচেতন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কগণ ভারতীয় বিজেপি সমর্থিত মিডিয়ার অপপ্রচারের জবাব দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দু'একদিন পরে ১০ আগস্ট সংখ্যালঘুদের সমাবেশের আড়ালেও ১৫ আগস্টে একটি প্রতিবিপ্লব করার পরিকল্পনা করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। কিন্তু সেগুলো ব্যর্থ হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর এই সময়টাতে সুকৌশলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রজেক্ট পরিকল্পনা নিয়েছিল। এর মধ্যে হাসিনার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্রে বসে অনলাইনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম উস্কানিমূলক প্রোপাগাণ্ডাও চালিয়েছিল ও কয়েকটি বিদেশি লবিস্ট ফার্ম কোম্পানিকে লক্ষ্য ডলার দিয়ে নিয়োগ করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে বলে খবর এসেছে। হাসিনার নির্দেশ মাফিক আওয়ামীলীগের দেশে আত্মগোপনে থাকা ও বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অনেক নেতারা ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে ১০ নভেম্বর ঢাকার গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে সমাবেশের আড়ালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হলে সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে সেটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

* *বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বি আই ইউ এর বিবিএ ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং টাইমস রিপোর্ট এর সাংবাদিক।*

বিভিন্ন দাবি ইস্যুতে অনেক ছোট বড় আন্দোলনও দেখা গিয়েছিল। আবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতিও দেখা গিয়েছিল। যদিও এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আস্তে আস্তে উন্নতির পথে। তবে কতিপয় লোক কর্তৃক উস্কানি বা গণউন্মাদনাতন্ত্র/মবোক্রেসির মতো পরিস্থিতি মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

এখন চলছে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিক। এই মাসেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস পূর্ণ হয়েছে। সামনে আসছে নতুন বছর ২০২৫ এর জানুয়ারী মাসে এই বিপ্লব অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৫ মাস পূর্ণ হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ থাকবে যেন শিক্ষা কারিকুলামে সংস্কার এনে ইসলাম ও এদেশের কৃষ্টি কালচার মূল্যবোধের পক্ষে পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ণ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। বিগত ১৫ বছরে খুন গুম হত্যাকাণ্ড দুর্নীতিতে স্বৈরাচারী হাসিনাসহ আওয়ামীলীগ তার মিত্রদের যারা জড়িত তাদের মধ্যে যারা বিদেশে পালিয়ে আছে তাদেরকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে ট্রাইবুনালে বিচার করা উচিৎ। বিপ্লব বা জুলাইয়ের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ বেহাত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কগণ জাতীয় নাগরিক কমিটির উচিৎ হবে মবতন্ত্র/ মবোক্রেসি বা মব উস্কানি ও পতিত স্বৈরাচারীদের প্রতিবিপ্লব ক্যু পাল্টা ক্যু দু'টোকে যেভাবেই হোক ঠেকানো উচিৎ।

ছাত্র জনতার এই অভ্যুত্থান স্মরণে ৫ আগস্টকে একটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাবও এসেছে। সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের উচিৎ হবে দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় আধিপত্যবাদী ও মবোক্রেসি কারীদের থেকে মুক্ত রাখা ও এদেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষায় কাজ করা। আরব বসন্ত বা মিশর তিউনিসিয়া ইয়েমেনে যেভাবে ২০১১-এর বিপ্লব বা অভ্যুত্থান পরবর্তীতে বেহাত বা ব্যর্থ হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশের এ বিপ্লবও যেন বেহাত না হয় সেদিকে সরকার, সশস্ত্র বাহিনী, সচেতন রাজনৈতিক দলসমূহ, আলেম উলামা মাশায়েখ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেশে রহমত ও কল্যান দান করুন –আমীন। ☒

# আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন

*[৩৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ]*

অতএব বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে এবং চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি ও সফলতার জন্য সচেষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কে?' উত্তরে নবীজী বললেন, যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, বস্তুত তারাই বুদ্ধিমান। তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে সম্মানিত।[১০৬]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে যায় এবং দুনিয়ার সাধ ও অভিলাষ চরিতার্থ করার পেছনে পড়ে জীবনের মূল্যবান সময় শেষ করে দেয়, ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় সংগ্রহের কোনো ফিকিরই করে না, উপরন্তু চিরস্থায়ী বঞ্চনা ও অসহনীয় কঠিন আযাবকে গ্রহণ করে, তার মতো নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী আর কে আছে? তাই রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, বিচক্ষণ ওই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। আর অক্ষম (নির্বোধ) ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামী করে আর আল্লাহ তা'আলার কাছে অমূলক আশা করে।[১০৭]

সাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপনে উপরোক্ত আদর্শের উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, তুমি দুনিয়ার জন্য এই পরিমাণ শ্রম দাও যতদিন তুমি তাতে থাকবে। আর আখিরাতের জন্য ততটুকু শ্রম দাও যত সময় তোমাকে তাতে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী যথাযথ অনুধাবন করার এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে প্রকৃত জীবন তথা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন –আমীন। ☒

---

[১০৬] *আল মু'জামুস সগীর তবারানী- ২/৮৭।*
[১০৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- ২/৭২।*

## বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

# নতুন বছরে আলোচনায় থাকবে যেসব উদ্ভাবন

প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন মানবজীবনকে সহজ, দক্ষ এবং কার্যকর করে তুলছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিকাশ এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ২০২৫ সাল বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি জগতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে যাচ্ছে। যেসব উদ্ভাবন, এ বছর প্রযুক্তিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে তাই নিয়ে আজকের আয়োজন।

**এআই এজেন্ট– স্বয়ংক্রিয়করণের এক নতুন ধারা :** ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন কাজ সহজ করতে আসছে মাইক্রোসফটের নতুন এআই এজেন্ট। এটি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড এআই এজেন্ট তৈরির সুযোগ দেবে। গ্রাহকসেবা, বিক্রয় এবং প্রশাসনিক কাজগুলো এজেন্ট নিজে নিজেই সম্পন্ন করবে। প্রচলিত চ্যাটবট থেকে এআই এজেন্টের পার্থক্য হলো, এটি ব্যবহারকারীর নির্দেশনার অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সময় ও খরচ বাঁচাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**মাল্টিফাংশনাল রোবট– দক্ষতার নতুন সংজ্ঞা :** একাধিক কাজ করতে সক্ষম বহুমুখী রোবট আগামী বছর শিল্প ও স্বাস্থ্যখাতে বিপ্লব ঘটাতে পারে। আমাজন ও সিমেন্স এ ধরনের রোবট তৈরিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। এ রোবটগুলো প্যাকেজিং, উৎপাদন সহায়তা, জীবাণুমুক্তকরণ এবং অন্যান্য কাজে দক্ষ। স্বাস্থ্যখাতে অস্ত্রোপচার কিংবা রোগীর সেবা প্রদানে এ ধরনের রোবট ভবিষ্যতে আরও কার্যকর হতে পারে।

**পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি– সাইবার সুরক্ষার ভবিষ্যৎ :** কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত এনক্রিপশন পদ্ধতি হুমকির মুখে পড়ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি উদ্ভাবন চলছে। গুগল, আইবিএম এবং মাইক্রোসফটের মতো টেক জায়ান্টরা কোয়ান্টাম আক্রমণ প্রতিরোধী অ্যালগরিদম তৈরি করছে। ২০২৫ সাল হতে পারে এ প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের শুরু। এটি সাইবার সুরক্ষায় একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে।

**ডিসইনফরমেশন সিকিউরিটি– মিথ্যা তথ্যের প্রতিরোধ :** সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের প্রসার রোধে মেটা এবং এক্স (সাবেক টুইটার) ইতোমধ্যে এআইভিত্তিক ডিসইনফরমেশন সিকিউরিটি প্রযুক্তি চালু করেছে। মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে সত্যতা যাচাই, ভুয়া প্রচারণা বন্ধ করা এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে ২০২৫ সাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এ প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

**হাইব্রিড কম্পিউটিং– প্রযুক্তির সমন্বিত ভবিষ্যৎ :** সাধারণ কম্পিউটার এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের সমন্বয়ে তৈরি হাইব্রিড কম্পিউটিং ২০২৫ সালে আরও আলোচনায় আসবে। এটি জটিল ডেটা বিশ্লেষণ, মার্কেট ট্রেন্ড প্রেডিকশন এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রগুলোতে কার্যকর সমাধান প্রদান করবে। আইবিএম ও গুগলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করছে। এটি বিভিন্ন শিল্পখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

২০২৫ সালে এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন আমাদের জীবন ও কাজের ধরনে নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রা মানবজাতির সম্ভাবনাকে আরও উন্মোচন করবে।

**পিঁপড়ার অস্ত্রোপাচার– একটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার :** পিঁপড়া, পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এদের সংগঠিত জীবনযাপন এবং সামাজিক কার্যক্রম মানুষকেও চমকে দেয়। সম্প্রতি, গবেষকরা একটি আশ্চর্যজনক তথ্য উদঘাটন করেছেন– পিঁপড়ারা তাদের আঘাতপ্রাপ্ত সাথীদের বাঁচানোর জন্য অস্ত্রোপচারসহ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা প্রদান করে।

এই গবেষণা পরিচালনা করেছেন জার্মানির উরজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এরিক ফ্রাঙ্ক।

পিঁপড়াদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো মেগাপোনেরা অ্যানালিস প্রজাতির পিঁপড়া। এই প্রজাতির পিঁপড়ারা তাদের আঘাতপ্রাপ্ত সাথীদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, মাটির নিচে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানে অ্যান্টিসেপটিক পদার্থ প্রয়োগ করে, যা ক্ষতস্থানকে দ্রুত নিরাময় করতে সাহায্য করে।

মানব চিকিৎসার সাথে এই পিঁপড়াদের আচরণের সাদৃশ্য চমকপ্রদ। যেমন- মানুষের মতোই পিঁপড়ারা ক্ষতস্থান থেকে বিষাক্ত পদার্থ সরিয়ে দেয় এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকে।

এটি আমাদের কাছে পিঁপড়াদের সামাজিক দায়িত্ববোধের একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

এই গবেষণা শুধুমাত্র পিঁপড়াদের সামাজিক জীবনের নতুন দিক উন্মোচিত করেনি; বরং আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির উৎস সম্পর্কেও নতুন ধারণা দিয়েছে। এটি জীববিজ্ঞানী এবং গবেষকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে।

পিঁপড়াদের এই অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের জীবনের প্রতি তাদের গভীর সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের পরিচায়ক এবং আমাদের বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

## ফোনের ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

ডিজিটাল মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত থাকেন। যেকোনো সময় নিজের অজান্তেই সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে খোয়া যেতে পারে ব্যক্তিগত সব তথ্য।

বিশেষ করে অনলাইনে কেনাকাটা করতে গিয়ে অনেকেই সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। যেমন ধরেন, নেট ব্যাঙ্কিং করতে গিয়ে বা কিউআর কোড স্ক্যান করতে গিয়েও এমন বিপদে পড়তে পারে যে কেউ।

কেননা, এসময় চোখের পলকে ফোনে ম্যালঅয়্যার বা বিপজ্জনক ভাইরাস ইনস্টল করে দিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। ফলে অজান্তেই ফোনের সব ব্যক্তিগত ও গোপন তথ্য চলে যাচ্ছে প্রতারকদের কবলে। তাহলে কীভাবে নিজের ফোনের যাবতীয় তথ্য সুরক্ষিত রাখবেন? চলুন জেনে নিই সে সম্পর্কে–

**১.** ফোনের সফ্টঅয়্যার সব সময় আপডেট করে রাখুন। আপনার স্মার্টফোনে যদি সফ্টঅয়্যার আপডেট করা থাকে, তাহলে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধা পাবেন।

**২.** যখন কোথাও যাবেন, মনে করে ফোনের ‘প্রাইভেসি সেটিংস’-এ কিছু বদল করে নিন। সবচেয়ে আগে নিজের ফোনের লোকেশন ম্যাপ বন্ধ রাখুন। তাহলে আপনার ফোন ট্র্যাক করা যাবে না।

**৩.** অন্যের ফোন বা কম্পিউটার থেকে পছন্দের ডেটা নিতে চাইছেন, অথচ ভাইরাসের ভয়ে আপনি দু’বার ভাবছেন। কিংবা এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে, সেখানে ঢুকলেই ফোনে ভাইরাস হানা দিচ্ছে, যা আপনার ফোনের ডেটা বা অ্যাপের কাজ আটকে দিচ্ছি। এ সব থেকে মুক্তি পেতে ফোনে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করে রাখুন। এমন অ্যান্টিভাইরাস বাঁচুন যাতে ভাইরাস স্ক্যানিং-এর ব্যবস্থা আছে। আছে পাসওয়ার্ড লকের সুবিধাও।

**৪.** ফোনের লকস্ক্রিন পাসওয়ার্ড দেখেশুনে রাখুন। চেষ্টা করতে হবে অর্থহীন ও জটিল সংখ্যা পাসওয়ার্ডে রাখার। অক্ষর, সংখ্যা এবং চিহ্ন একই সঙ্গে পাসওয়ার্ডে রাখতে হবে। বড় পাসওয়ার্ড দিলে তা ভাঙা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়ে যায়।

**৫.** নিখরচার ওয়াইফাই ব্যবহার করে কোনো অ্যাপ ইনস্টল করবেন না। অজানা অ্যাপের মাধ্যমে ম্যালঅয়্যার বা ক্ষতিকর সফ্টঅয়্যার ইনস্টলড হয়ে যেতে পারে ফোনে। যদি কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতেই হয়, তা হলে চেক বক্সে ক্লিক করার আগে ভালো করে নিয়মাবলি পড়ে নিন।

## কবিতা

# তিমির ঘন রাতে

**মোল্লা মাজেদ★**

এই নিকষ কালো তিমির ঘন রাতে
নেই সাথী কেউ একলা বিজন পথে
চলছি শুধুই বলগা বিহীন রথে।
চলতে ক্ষণেক আলোক রেখা
এক পলকেই যায় রে দেখা
কোন নিমিষে পথ হারিয়ে চলি অন্য পথে ॥

তোমার পথে চলার তরে যতই করি পণ
থমকে দিয়ে চলার গতি চালায় আগ্রাসন
কু-মন্ত্রণার তল্পী ধারী অবাঞ্ছিত জন।
হৃদয় দোলে যেই আলোকে
সেই অসিমের পূণ্যলোকে
সন্ধানি মন ব্যাকুল থাকে তারই প্রতীক্ষাতে ॥

# হবো বাবার মতো

**শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★**

বাবা যখন অফিস থেকে
বাসায় ফিরে আসে
মনটা তখন আনন্দে খুব
তিড়িং বিড়িং নাচে!
দু'হাত ভরে বাজার থেকে
আনে কতো কিছু
ভুলে যায় না কিনতে বাবা
আমার জন্য লিচু।
দাদুর জন্য চা,চিনি,দুধ
দাদির পান সুপারি
মায়ের হাতে দেন তুলে দেন
মাছ, মাংস, তরকারি-
রাঁধার সকল জিনিস পেয়ে
খুশি আম্মু কীযে!
বাবা এতো বোকা কেন
ভাবি নিজে নিজে!
নিজের বেলা খুব কৃপণ
উদার সবার জন্য
সবার খুশিই তার খুশি
তাতেই বাবা ধন্য!
নানাজনের স্বপ্ন নানান
স্বপ্ন শত শত
আমার স্বপ্ন আমি কেবল
হবো বাবার মতো।

# সূরা আল ফাতিহার কাব্য অনুবাদ

**মো. রফি আহম্মেদ বিন রাশেদ বিন ইনছাপ মোড়ল★**

মহান আল্লাহর কাছে চাই
শয়তান থেকে আশ্রয়,
শুরু করিলাম মহান আল্লাহর নামে
পরম করুণাময়।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর
যিনি প্রভু
বিশ্ব জগৎময়,
যিনি পরম দয়ালু
অতিশয় করুণাময়।

বিচার দিনের মালিক তিনি
'ইবাদত করি তার,
তাই তো সাহায্য চাই
শুধু যে মহান আল্লাহর।

যাদের প্রতি অনুগ্রহ
করেছেন দান,
আমাদের সেই পথটি দেখান।

দেখাবেন না আমাদের
তাদের সেই পথ,
যাদের প্রতি এসেছিল
কঠিন বিপদ।

---

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*
★ *মাধবকাটি, বলাডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*

## জমঈয়ত ও শুব্বান সংবাদ

### ইসলামিক ফাউন্ডেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এক যুগ পরে ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে জেলা মডেল মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন চাঁপাইনবাবগঞ্জ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কাউন্সিল অধিবেশন। ১ম পর্বের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ (অব.) মো. এনামুল হক। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. ওসমান গণী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দা'ওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, সাংগঠনিক সেক্রেটারী অধ্যাপক মুহা. আব্দুল মাতীন, মাদারীস বিষয়ক সেক্রেটারী, প্রফেসর ড. বারকুল্লাহ বিন দূরুল হোদা, সেক্রেটারী ও মহানগর দক্ষিণ শাইখ মুহা. এহসান উল্লাহ্। সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব ও কাউন্সিল অধিবেশন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ডা. সুলতান আহমদ। রিপোর্ট পেশের পর পূর্ব কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় কাউন্সিল অধিবেশন। নতুন কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় নির্বাচন কমিশন এবং তাঁদেরকে সহায়তা করার জন্য পাঁচ উপজেলার পাঁচজন বয়জেষ্ঠ প্রতিনিধি সংযুক্ত করা হয়।

নির্বাচন কমিশন ডা. সুলতান আহমদ কে সভাপতি এবং অধ্যক্ষ (অব.) মো. এনামুল হককে সেক্রেটারি করে ১০১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ও জেনারেল কমিটির সদস্য বৃন্দের নাম ঘোষনা করেন এবং ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা চূড়ান্ত করেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ হেদায়েতী ভাষণ প্রদান করেন। তার আগে ৫ উপজেলার ৫ জন দায়িত্বশীল বক্তব্য প্রদান করেন। নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সংগঠনকে গতিশীল করার জন্য সকলের সহোযোগীতা কামনা করেন।

### সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের ৮ম জেলা কাউন্সিল ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, শুক্রবার, সকাল ১০টায় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ জেলার উদ্যোগে কামারখন্দের চরবড়ধুল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে ৮ম জেলা কাউন্সিল ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক মো. বাকি বিল্লাহ'র সঞ্চালনায় এবং হাফেয মো. রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে প্রোগ্রাম শুরু হয়।

এতে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী মিয়া।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, সাবেক কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ, শাইখ শরীফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতিবৃন্দ মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, মাওলানা দাউদ হাসান, মাওলানা নজাবত আলী, মাওলানা আব্দুস সালাম, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি আব্দুল খাবীর মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল কাদের, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি মো. মোজাম্মেল হোসেন, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি মো. কামরুল হাসান প্রমুখ।

হাফেয মো. রুহুল আমিনকে সভাপতি এবং মো. বাকি বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২০২৫-২০২৬ সেশনের কমিটি গঠন করা হয়। বাদ আসর কেন্দ্রীয় শুব্বানের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একই দিনে জেলা শুব্বানের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মেহমানবৃন্দ বিভিন্ন মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন।

### নোয়াগাঁও কালনী এলাকার মাসিক আলোচনা সভা

☑ গত ১৯ ডিসেম্বর বাদ মাগরিব হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও কালনী অন্তর্গত পূর্বাচলের আদর্শ গ্রাম জামে মসজিদের জামিয়া দারুল ইহসান মাদ্‌রাসার ছাত্র মোহাম্মদ ইশরাফিদের কণ্ঠে পবিত্র কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ও জনাব রাজিব ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ৬ষ্ঠ মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন সালাতে ভুলসমূহ নিয়ে শাইখ মো. ইউসুফ, সদস্য, কেন্দ্রীয় সালেক। পবিত্রা নিয়ে আলোচনা করেন শাইখ মো. রমাযান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন শাইখ ইমরান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াগাঁও কালনী এলাকা শুব্বান।

☑ গত ২৭ ডিসেম্বর বাদ মাগরিব হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও কালনী অন্তর্গত টেকদাসের দিয়া মধ্যে পাড়া জামে মসজিদে। নোয়াগাঁও কালনী এলাকা জমঈয়ত-এর সভাপতি শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ মো. রমাযান মিয়ার পরিচালনায় ৭ম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর তালীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সম্পাদক শাইখ ড. শফিফুল ইসলাম। শাইখ মো. ইউসুফ, সদস্য, কেন্দ্রীয় সালেক। শাইখ মো. অহিদুল্লাহ সহ-সভাপতি অত্র এলাকা জমঈয়ত। শাইখ মো. আনিসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, রুপগঞ্জ থানা শুব্বান। শাইখ ইমরান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াগাঁও কালনী এলাকা শুব্বান।

## স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

### ‘ক্লোরোফিল ওয়াটার’ বিস্ময়কর পানীয়

‘ক্লোরোফিল’ নামটি হয়তো স্কুলে শুনেছেন অনেকে। হ্যাঁ, গাছের পাতায় থাকা সবুজ রঙের পদার্থটিকেই ক্লোরোফিল বলে। এই রাসায়নিক পদার্থটিই ইদানিং হয়ে উঠেছে নতুন এক ডায়েট ট্রেন্ড। আস্ত ফল ও সবজি কাঁচা খাওয়ার সময়ে নিঃসন্দেহে কিছু ক্লোরোফিল খাওয়া হয়। কিন্তু তা সাপ্লিমেন্ট হিসেবেও বিক্রি হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জুস বারগুলোতে তা পরিবেশন করা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে। মূলতঃ পানির সাথে ক্লোরোফিল সাপ্লিমেন্ট মিশিয়ে পান করা হয়। এতে অনেক বেশি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে বলে দাবি করা হয়। দেখে নিন তা পানে কী কী উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে–

**(১) ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো হয় :** ক্লোরোফিল ত্বকের জন্য খুব ভালো বলে দাবি করা হয়। তা প্রদাহ কমায় এমনকি এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল প্রভাব আছে বলে দাবি করা হয়। ক্লোরোফিল ব্রণের ওপর ফোঁটা ফোঁটা দিলে উপশম হতে পারে।

**(২) লোহিত রক্ত কণিকা বাড়ায় :** ২০০৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় হুইটগ্রাস (যার ৭০ শতাংশই ক্লোরোফিল) খাওয়াটা থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। তাই বিশ্বাস করা হয় যে ক্লোরোফিল রক্তে লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে পারে।

**(৩) ডিটক্স করতে কাজে আসে :** বিভিন্ন ফল ও সবজির সমন্বয়ে অনেকেই ডিটক্স ওয়াটার পান করে থাকেন। ক্লোরোফিল ওয়াটারও ডিটক্স করতে ব্যবহার হয়। তা শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে পারে বলে দাবি করা হয়।

**(৪) ওজন কমায় :** ২০১৪ সালে অ্যাপিটাইট জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, ১২ সপ্তাহ ধরে ক্লোরোফিল খাওয়াটা ওজন কমাতে বেশি কাজে আসে। তা জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা কমায়, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়।

**(৫) টিউমার কমায় :** ক্লোরোফিল ওয়াটার টিউমার কমায় বলেও দাবি করা হয়। প্রাণীদের ওপর একটি গবেষণায় দেখা যায়, ক্লোরোফিল খাওয়াটা লিভার ক্যান্সার কমাতে পারে। তা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অণুকে আটকে ফেলে এবং তাকে শরীর থেকে বের করে দেয়।

ক্লোরোফিল ওয়াটার পানীয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, ক্লোরোফিলের উপকারিতা পেতে এই সাপ্লিমেন্ট পান করার দরকার নেই; বরং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি নিয়মিত খাওয়াই যথেষ্ট।

### হেডফোন ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন হয়ে উঠছে গতিময় ও আরামদায়ক। কিন্তু বিজ্ঞানের এই আশির্বাদই কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। হেডফোন হচ্ছে তেমনই একটি প্রযুক্তি যার বেশকিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। ছোট্ট এই গেজেটটি ছোট-বড় সবাই ব্যবহার করলেও এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। আজ চলুন জেনে নেই হেডফোনের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে।

**১) শ্রবণ জটিলতা :** যখন হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করা হয় তখন সরাসরি অডিও আপনার কানে যায়। ৯০ ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দ কানে গেলে শ্রবণ জটিলতা ঘটাতে পারে এবং এমনকি চিরতরে শ্রবণ ক্ষমতা হারাতেও পারে। এছাড়া ১০০ ডেসিবেলের উপর মাত্র ১৫ মিনিট এয়ারফোন ব্যবহার করলে শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে।

**২) বাতাস প্রবেশে বাধা :** বর্তমানে কিছু এয়ারফোনে চমৎকার শব্দ পাওয়া গেলেও তার স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। এসব এয়ারফোন এয়ারক্যানেল পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়। এতে কানের ভিতর বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। যার ফলে ইনফেকশনের সম্ভাবনা আরো বেশি হয়।

**৩. কানে ব্যাথা :** যারা অতিরিক্ত হেডফোন ব্যবহার করেন তারা সাধারণত এর সমস্যায় ভুগেন। মাঝে মাঝে কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হয়ে থাকে। এটিও কিন্তু ক্ষতির লক্ষণ।

**৪. কানে ইনফেকশন বা প্রদাহ :** একটি হেডফোন একজনেরই ব্যবহার করা উচিৎ। কিন্তু আমরা একটি এয়ারফোন একাধিক ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে থাকি। এতে কানে ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এয়ারফোনের মাধ্যমে একজনের কানের জীবাণু অন্যজনে বাহিত হয়। সুতরাং এয়ারফোন শেয়ার করলে অবশ্যই ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে নিতে হবে।

**৫. শ্রবণশক্তির জড়তা :** কিছু সমীক্ষায় জানা যায়, যারা এয়ারফোন ব্যবহার করে উচ্চ শব্দে মিউজিক শুনেন তাদের কানে জড়তা চলে আসে। এই জড়তা স্বাভাবিক হলেও দীর্ঘ সময় উচ্চস্বরে মিউজিক বাজালে শ্রবণশক্তিও হারাতে পারে।

**৬. মস্তিষ্কের উপর খারাপ প্রভাব :** হেডফোনের দ্বারা সৃষ্ট ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ আপনার মস্তিষ্কের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর যারা ব্লুটুথ হেডফোন ব্যবহার করেন তারা আরো বেশি ঝুঁকিতে আছেন। কান সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত। তাই হেডফোন সরাসরি আপনার মস্তিষ্কে আঘাত হানে।

### দাঁড়িয়ে পানি পান করলে সমূহ বিপদ!

বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। আসলে পানি খাওয়ার ফলে আমাদের তেষ্টাই মেটে না, সেই সঙ্গে শরীরে পানির মাত্রা বা ভারসাম্যও বজায় থাকে। কিন্তু কীভাবে পানি পান করেন আপনি? জানেন কি সঠিক পদ্ধতিতে পানি পান না করলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে! যেমন- অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে পানি পান করি। আর এতেই হতে পারে বিপদ! ভাবছেন, তাহলে রাস্তা-ঘাটে তেষ্টা পেলে কী করবেন? তখন তো দাঁড়িয়েই

পানি খেতে হবে! উপায় আছে... তবে তার আগে জেনে নেওয়া যাক দাঁড়িয়ে পানি খাওয়ার বিপদটা কোথায়!

উল্লেখ্য যে, আজ মানুষ গবেষণা করে আবিষ্কার করেছে– দাঁড়িয়ে পানি পানের অপকারিতা বা ক্ষতিসমূহ। অথচ নবী (ﷺ) প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন– কিভাবে পানি পান করতে হবে। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চললে পরকালীন জীবনের পাশাপাশি ইহ-জীবনও সুস্থ-সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে।

**এক্ষণে জেনে নিই দাঁড়িয়ে পানি পানের ক্ষতিসমূহ–**

**উদ্বেগ বাড়ে :** দাঁড়িয়ে পানি পান করলে আমাদের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বেড়ে যায় রক্তচাপ।

**শরীরে টক্সিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় :** দাঁড়িয়ে পানি পান করলে শরীরের ভিতরে থাকা ছাকনিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে শরীর পরিশ্রুত কাজ করার ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়। আর এভাবে শরীরে টক্সিনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

**কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় :** শুধু পাকস্থলী নয়, দাঁড়িয়ে পানি পানের অভ্যাস ক্ষতি করতে পারে কিডনিরও। পানির হাই প্রেসারের কারণে পানি ফিলটার না হয়েই সরাসরি পাকস্থলীতে পৌঁছায়। ফলে যাবতীয় দূষিত পদার্থ জমা হয় ব্লাডারে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিডনি। শুধু তাই নয়, হতে পারে আর্থ্রাইটিস এবং জয়েন্টের সমস্যাও। পানির ফ্লো এতটাই বেশি থাকে যার কারণ হতে পারে হার্ট এবং ফুসফুস জনিত রোগেরও। তাছাড়া দাঁড়িয়ে পানি পান করলে কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যায়। ফলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

**হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে :** দাঁড়িয়ে পানি পান করলে আমাদের বুকের পেশিতে চাপ পড়ে। ফলে আমাদের হৃদযন্ত্রের উপরেও চাপ সৃষ্টি হয় যা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

**পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় :** দাঁড়িয়ে পানি খেলে তা সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে আঘাত করে। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শোষিত হয় না। সরাসরি পাকস্থলীতে পানি গেলে তা পারিপার্শিক অর্গ্যানগুলোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এছাড়া ঠাণ্ডা পানীয় পাকস্থলীর উপর বাজে প্রভাব ফেলে থাকে। পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত পাচকরসের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে হজমের নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। হতে পারে গ্যাস্ট্রো ইসোফেগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ-এর মতো হজমের অসুখও।

**এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক পানি খাওয়ার সঠিক নিয়ম–**

১) বসে পানি পান করুন।

২) ছোট ছোট চুমুকে পানি পান করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন ঢোকে পানি পানের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩) ছোট ছোট চুমুকে মুখ নামিয়ে বা সামনের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে পানি খাওয়ার অভ্যাস করুন।

এই পদ্ধতি মেনে চলতে পারলে সহজেই সুস্থ-সতেজ থাকা সম্ভব। থাকবে না কোনো বিপদের ঝুঁকিও।

বিভিন্ন সময়ে খাবার ধীরে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। যেটি খাবার হজমের প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একইভাবে পানীয় পদার্থ বা পানি ধীরে পান করা প্রয়োজন। ফলে পানির মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে শোষণের উপযুক্ত সুযোগ পাবে হিউম্যান বডি। তাই সময় থাকতে সর্তক হন। মেনে চলুন একটি স্বাস্থ্যকর এবং সঠিক জীবনশৈলী। *[সূত্র : জি নিউজ- একুশে টিভি অন-লাইন, কলকাতা ২৪]*

## ঘাড় ও পিঠের ব্যথা : ওষুধ নয় থেরাপি নিন

ঘাড়, কাঁধ কিংবা পিঠের ব্যথায় আগেভাগে 'ফিজিকাল থেরাপি' নেওয়া শুরু করলে ওষুধ খাওয়ার পরিমাণ কমতে পারে। আর এরকম ফলাফলই পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায়।

ব্যথা কমানোর ওষুধে আফিম বা আফিমজাতীয় উপাদান থাকে। এই অনুভূতিনাশক উপাদান যন্ত্রণার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। বেশি পরিমাণে এই ওষুধ গ্রহণ করলে আসক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তাই এই গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, ঘাড়, পিঠ কিংবা কাঁধে ব্যথার চিকিৎসায় ওষুধ নয়, 'ফিজিকাল থেরাপি'র সাহায্য নেওয়া উচিত। গবেষকদের মতে, থেরাপি চিকিৎসার মাধ্যমে 'মাস্কুলোস্কেলেটাল' বা পেশি-হাড় সম্বন্ধীয় ব্যথা সামলানো সম্ভব এবং এই পদ্ধতি ওষুধের ওপর নির্ভর করে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব রোগী ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে 'ফিজিকাল থেরাপি' নিয়েছেন, আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস থেকে এক বছর সময়সীমায় তাদের ব্যথার ওষুধের সেবনের পরিমাণ কমেছে হাঁটুর ব্যথার ক্ষেত্রে ১০.৩ শতাংশ, কাঁধের ব্যথার ক্ষেত্রে ৯.৭ শতাংশ এবং পিঠ ব্যথার ক্ষেত্রে ৫.১ শতাংশ।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক এরিক সান বলেন, "ফিজিকাল থেরাপি কোনো জাদুকরি বিষয় নয় তবে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকার একটি উপায়। আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, রোগীকে সঠিক সময়ে ফিজিকাল থেরাপি দেওয়া গেলে তাদের দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধের উপর নির্ভরশীল থাকার সম্ভাবনা কমে।" এই গবেষণার জন্য ৮৮ হাজার ৯৮৫ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা।

'জামা নেটওয়ার্ক ওপেন' নামক জার্নালে প্রকাশিত হওয়া গবেষণায় আরও জানানো হয়, একজন ব্যক্তি ঘাড়, পিঠ কিংবা কাঁধের ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ফিজিকাল থেরাপি নেওয়া শুরু করলে তিন থেকে এক বছরের মধ্যে তার ব্যথার ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে যায়।

যেসব চিকিৎসক ব্যথা নিয়ন্ত্রেণের জন্য ওষুধের বিকল্প খুঁজছেন তাদের জন্য এই গবেষণা উপকারী দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আশা করেন গবেষকরা।

## الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

# জিজ্ঞাসা ও জবাব

### ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

**রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।**

*(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)*

**জিজ্ঞাসা (০১) :** ***আমি শুনেছি যে, পুরুষরা সিকি আনা পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে। আমি যা শুনেছি, তা কি সঠিক?***

*আবু সায়েম*
*গুরুদাসপুর, নাটোর।*

***জবাব :*** পুরুষের জন্য কম-বেশি স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا».

"আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে। আর উম্মতের পুরুষদের উপর তা হারাম করা হয়েছে।" *(মুসনাদে আহমাদ; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৫১৪৮)*

সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (ﷺ) একজন পুরুষের হাতে স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে তা খোলে ফেলে দিলেন এবং বললেন :

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ».

"তোমাদের কেউ জাহান্নামের আগুনের কয়লায় পড়তে ইচ্ছে করলে সে যেন এটা (স্বর্ণের আংটি) তার হাতে পরে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২০৯০)*

এসব বলিষ্ট প্রমাণ থাকার পর যদি কেউ বলে যে, সিকি পরিমাণ স্বর্ণ পুরুষের জন্য জায়িয, তাহলে সে তাঁর নবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর নবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণের পরিনাম জাহান্নাম। *(সূরা আন্ নিসা : ১১৫)*

**জিজ্ঞাসা (০২) :** ***আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব দীর্ঘ কিরআত দিয়ে সালাতে ইমামতি করেন। এতে অনেক মুসল্লির কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা আশা করছি।***

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*শার্শা, যশোর।*

***জবাব :*** রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামতিকালে দীর্ঘ, মধ্য দীর্ঘ ও ছোট সূরা দিয়ে সালাত সম্পাদন করেছেন। তবে ইমামকে মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি নজর দিয়ে সালাতকে অতি দীর্ঘ করা হতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন :

فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"তোমাদের কেউ যখন ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাঁর পিছনে দুর্বল, বয়স্ক ও প্রয়োজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৬)*

অতএব, ইমামকে মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় মানুষ বিরক্ত হয়ে জামাআতে সালাত আদায়ের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

**জিজ্ঞাসা (০৩) :** ***আযানের জবাবের ন্যায় ইকামতেরও কি জবাব দিতে হবে? অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।***

*রাসেল*
*উত্তরা, ঢাকা।*

***জবাব :*** ইক্বামতের জবাব দেয়ার পক্ষে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে আযানের জবাব দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ».

"তোমরা যখন আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বলো।" অর্থাৎ- আযানের জবাব দাও! *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮৩)*

এর উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো 'আলেম ইক্বামতের জবাব দেয়ার পক্ষে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা ইক্বামতের অপর নাম আযান। অতএব, ইক্বামতের জবাব দিলে আযানের জবাবের ন্যায় জবাব দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, 'ক্বাদক্বা-মাতিস্ সলা-তু'-এর জবাবে 'আক্বামাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা' বলা পক্ষে যে হাদীসটি রয়েছে, তা য'ঈফ– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫২৮,*

*য'ঈফ; ইরওয়া- হা. ২৪১)*। কাজেই এর উপর 'আমল করা যাবে না।

**জিজ্ঞাসা (০৪) :** ***সালাতুল হাজাত বা ইচ্ছা পূরণের বিশেষ কোনো সালাত আছে কি? এবং তাতে বিশেষ দু'আ পড়ার কোনো বিধান আছে কি? অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

*উম্মে কুলসুম*
*কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।*

***জবাব :*** সালাতুল হাজাত নামে আলাদা সালাত আদায় করা এবং তাতে পঠিতব্য বিশেষ দু'আ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। তবে সাধারণভাবে বিশেষ কোনো চাওয়া-পাওয়ার জন্য দু'রাকআত সালাত পড়ে তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া এবং মিনতি করা সঠিক 'আমল। যেমনটি নবী (ﷺ) বদরের যুদ্ধে দিনে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْشُدُكَ وَعْدَكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রদত্ত ওয়াদার বাস্তবায়ন চাই।"

ইমাম ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মন্দের শঙ্কা দেখা দিলে ত্বরিত সালাতের দিকে ছুটে যাওয়া মুস্তাহাব। এমনটিই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"ধৈর্য এবং সালাতের দ্বারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৫, দ্র. বুখারী মা আল ফাতহ- ১১৫)*

প্রশ্নে উল্লিখিত সালাতুল হাজাত প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাতে বলা হয়েছে– "সালাতুল হাজাত বিষয়ে য'ঈফ ও মুনকার হাদীস পাওয়া যায়, তবে এসব দিয়ে দলিল প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর এই 'আমলের ভিত্তিও সঠিক নয়।" *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা লিল বুহূসুল ইলমিয়্যাহ- ৮/১১০)*

**জিজ্ঞাসা (০৫) :** ***আমি জনৈক হুজুরের কাছে জেনেছি মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানিয়ে বাধিত করবেন ইন্শা-আল্লাহ।***

*আমিরুল ইসলাম*
*জলঢাকা, নীলফামারী।*

***জবাব :*** মসজিদে বিবাহ পড়ানোর কাজ সম্পাদন করা সুন্নাত জানা সঠিক নয়। তবে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন জায়িয রয়েছে।

জমহুর ফুকাহাগণের মতে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন মুস্তাহাব। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ».

"এই বিবাহের তোমরা প্রচার করো, তা মসজিদে সম্পাদন করো এবং তাতে দফ বাজাও।" *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১০৮৯)*

তবে উক্ত হাদীসকে ইমাম আত্ তিরমিযী– *(জামে' আত্ তিরমিযী- কিতাবুন্ নিকাহ, একজন রাবী 'ঈসা বিন মাইমুন য'ঈফ)* ইবনু হাজার এবং আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) য'ঈফ বলেছেন।

জমহুর ফুকাহাগণ মসজিদে বিবাহ সম্পাদনকে মুস্তাহাব বললেও সমসাময়িককালের বিশ্বখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

মসজিদে বিবাহ সম্পাদন মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ে কোনো দালীলিক ভিত্তি আমার জানা নেই। তবে মসজিদে বিবাহ সম্পাদনে কোনো সমস্যা নেই। *(লিকাউল বাবিল মাফতূহ- প্রশ্ন নং- ১৬৭)*

ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাতে রয়েছে– মসজিদে বিবাহ সম্পাদন সুন্নাত নয়। সর্বদা মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা এবং তা সুন্নাত বিশ্বাস করা অন্যতম বিদআত। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

যে ব্যক্তি আমাদের কর্মে নেই এমন নতুন কিছু সংযোজন করবে তা প্রত্যাখ্যাত। *(ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ দায়িমা- ১৮/১১১-১১২)*

সুতরাং মসজিদে বিবাহ সম্পাদনকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব জানার কোনো প্রামান্য দলিল নেই। তবে মসজিদে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে কোনো বাধাও নেই।

**জিজ্ঞাসা (০৬) :** ***অজানা ছোট শির্ক থেকে বাঁচার উপায় কী? না-কি নেক 'আমলের মাধ্যমে তা মোচন হয়ে যাবে?***

*নুসরাত জাহান*
*সূত্রাপুর, ঢাকা।*

***জবাব :*** অজানা ছোট শির্ক থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণভাবে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর বেশি বেশি নেক 'আমল করবেন। ইন্শা-আল্লাহ এটা আপনার অজানা গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। নিম্নের দু'আটি পাঠ করা এ ক্ষেত্রে বেশি উপকারী।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু। ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা –আ'লামু।"

হে আল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে তোমার সাথে শির্ক করা থেকে আশ্রায় প্রার্থনা করছি। আর যা জানি না, সে বিষয়ে তোমার মাগফিরাত কামনা করছি। *(সহীহুল বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ'- হা. ৭১৬, আল-বানী সহীহ)*

***জিজ্ঞাসা (০৭) : সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরে মারা গেলে তার নাম রাখা ও 'আক্বীক্বাহ্ করার প্রয়োজন আছে কি? দলিল-প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।***

*মখলেসুর রহমান*
*রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।*

***জবাব :*** এ মাসআলাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বুঝতে যেয়ে 'আলেমদের মাঝে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। একদল 'আলেম মনে করেন যেহেতু 'আক্বীক্বাহ্ ৭ম দিনে দিতে হয়; অথচ সন্তানতো এর আগেই বিদায় নিয়েছে, তাই তার আর 'আক্বীক্বার কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আরেক দল 'আলেম মনে করেন– একটি সন্তান মূলতঃ ৪ মাস অতিক্রম করলেই মায়ের গর্ভে তার রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয় এবং ৬ মাস হলে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি পায়। কাজেই সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। চাহে সে ভূমিষ্ট হওয়ার আগে মারা যাক, অথবা ভূমিষ্ট হয়েই মারা যাক। এমন সন্তানের জন্য নাম রাখা ও 'আক্বীক্বাহ্ করা জরুরি। কেননা, এ সন্তান কিয়ামতে তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। *(ইবনে বায মাজমূ' আ- ফাতওয়া নং- ৪৯৮৩)*

আমাদের নিকট দ্বিতীয় অভিমতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। কেননা, এর স্বপক্ষে বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমতঃ ৪ মাসের মাথায় সন্তানের রূহ্ দান করা হয়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২০৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৩)*

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি সন্তান 'আক্বীকার উপর দায়বদ্ধ থাকে। *(সুনান ইবনু মাযাহ্- হা. ৩১৬৫; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৯৫১, সহীহ)*

তৃতিয়তঃ সন্তানটি তার পিতা-মাতার উপকারে আসে। সে কিয়ামতের দিন তাঁদের সুপারিশ করবে। *(আত্ তারগীব- হা. ৫২৬)*

তাছাড়া সন্তানের উত্তম নাম রাখতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে একথা প্রমাণ হয় যে, সামর্থবান পিতার উচিৎ পূর্ণাঙ্গ সন্তান মৃত বা জীবিত ভূমিষ্ট হলে তার নাম রাখা এবং 'আক্বীক্বাহ্ করা। আশাকরি এতদ্সংক্রান্ত সন্দেহের অবসান ঘটবে এবং সহীহ হাদীসের আলোকে পরিগৃহীত জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান গ্রহণ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দিন –আমীন। –আল্লাহ তা'আলা ভালো জানে।

***জিজ্ঞাসা (০৮) : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দ্বিতীয় তালাক দেয়ার এক সপ্তাহ পরে মারা যায়, এমতাবস্থায় সেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পদের হক্বপ্রাপ্তা হবে কি?***

*আব্দুস্ সাত্তার*
*চাঁদপুর।*

***জবাব :*** তালাকপ্রাপ্তা নারীকে স্বামী প্রদত্ত এ তালাক ১ম বার অথবা ২য় বারের মতো হলে স্বামীর সম্পদে সে নারী হক্বদার হবে। তবে নারীকে প্রদত্ত তালাক তিন তালাক বায়িন হলে সে নারী স্বামীর সম্পদে হক্বদার হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوْا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا﴾

"হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা করো তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দিবে এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখবে এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারা যেনো বের না হয় যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না হয় আল্লাহ এরপর কোনো উপায় করে দিবেন।" *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ১)*

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে স্বামীগৃহে থাকার বিধান দিলেন এবং আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত কোনো উপায় বের করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাজয়াত বা স্বামীর পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার কথা বুঝিয়েছেন। সুতরাং

তালাকে রাজয়ীর বেলায় স্ত্রী স্বামীর বিবাহের হুকুমের মধ্যে থাকে, তবে সে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কারণে ইদ্দত পালন করা কালে স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দত পালন করবে। *(ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদিল হারাম- পৃ. ১৯০৯)*

***জিজ্ঞাসা (০৯) : জানাযার সালাতে কেবল প্রথম তাকবীরে হাত উত্তলন করতে হবে, না-কি প্রতি তাকবীরে হাত উত্তলন করতে হবে? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*ফায়সাল আহমাদ*
*বনশ্রী, ঢাকা।*

***জবাব :*** জানাযার সালাতে ১ম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করার বিষয়ে কোনোরূপ মত-বিরোধ নেই– *(শারহুল মুহাযযাব- ইমাম নববী, ৫/১৯০)*। তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবে জানাযার প্রতি তাকবীরে রাফউল ইদাইন না করাই প্রাধান্যযুক্ত মত। আর শাফে'য়ী ও হাম্বলী মাযহাবে জানাযায় প্রতি তাকবীরে রাফউল ইদায়ন করা সুন্নাত। *(আল মুসিয়াতুল ফিকহিয়া- ১৬/২৯)*

এই মর্মে শুধু প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করার বিশুদ্ধ কোনো দলিল না নবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত রয়েছে না সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-গণ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। জানাযা সলাতে শুধু প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীসটি বর্ণনাগতভাবে য'ঈফ। ইমাম আত্ তিরমিযী স্বয়ং এই হাদীসের আলোচনায় বলেছেন,

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

"এই হাদীস গরীব।" *(আত্ তিরমিযী- ১০৭৭-এর আলোচনা দ্র.)*

উসূলে হাদীস সম্বন্ধে ন্যূনতম ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই অবগত যে ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) "গরীব" বলা অর্থ হলো তা "য'ঈফ"।

পক্ষান্তরে সাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধ সনদে জানাযার সালাতে প্রতি তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত। এ মর্মে দলিল নিম্নরূপ :

عن ابن عمر أنه «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كل تَكْبِيْرَةٍ من تكبير الجنازة».

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরের সাথে তার দু'হাত উঠাতেন। *(দারকুতনী'র বর্ণনায় মারফূ' ও উত্তম সনদে- দ্রষ্টব্য- মাজমূউল ফাতওয়া, শাইখ বিন বায, ১৩/১৪৮)*

আশ শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, জানাযার প্রতি তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। *(ঐ)*

আশ্ শাইখ ইবনু উসাইমিন বলেন,

الصواب أن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة سنة في كل التكبيرات.

সঠিক কথা হলো– জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। *(মামুউল ফাতাওয়া- ইবনু উসাইমিন, ১৭/১৩৪)*

***জিজ্ঞাসা (১০) : ইমাম সলাতে কিরআত পাঠের সময় যদি ভুল করে বা আয়াত বাদ দিয়ে পড়ে তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে কি? এ অবস্থায় মুক্তাদীর করণীয় কি?***

*আবুল ফজল*
*মির্যাপুর, টাঙ্গাইল।*

***জবাব :*** যদি ইমাম কিরআতে অনিচ্ছাকৃত ভুল করেন বা ভুলক্রমে আয়াত বাদ পড়ে যায় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে। এ ক্ষেত্রে মুক্তাদীর করণীয় হচ্ছে যে, যদি আয়াতটি তার জানা থাকে তাহলে সালাতরত অবস্থায় পাঠ করে ইমামকে স্মরণ করে দেওয়া। **দলিল :**

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَتَرَكَ آيَةً، وَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، نُسِّيْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نُسِخَتْ؟ قَالَ : نُسِّيتُهَا.

রাসূল (ﷺ) একদা সালাত আদায়কালে একটি আয়াত বাদ দিয়ে পড়লেন। সালাত শেষে উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি কি অমুক আয়াতটি ভুলে গেলেন? না কি (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) ওটাকে রহিত করা হলো।) উত্তরে রাসূল (ﷺ) বললেন : "না; বরং ভুলে গিয়েছিলাম।" *(সহীহ ইবনু খুযাইমা- হা. ১৬৪৭, আলবানী সহীহ)*

অপর একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) বললেন :

"هَلَّا أَذْكَرْتَنِيْهَا". قال الشيخ الألباني : حسن.

"তুমি কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে না?" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৯০৭, আলবানী হাসান; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮০২)*

**বি. দ্র.** রাসূল (ﷺ)-কে আয়াত ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এই স্মৃতিভ্রম উম্মাতের জন্য বিধানের ব্যবস্থা করলেন মাত্র। নচেৎ রাসূল (ﷺ)-এর জন্য আয়াত ভুলে যাওয়া অসম্ভব– *(সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ১৬-১৯)*। আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত। ☒

## প্রচ্ছদ রচনা

# এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবার্গ শহরে জাতীয় জাদুঘরের অদূরে পটাররোতে অবস্থিত ঐতিহ্য, স্থাপত্য ও সামাজিক সংযোগের এক অনন্য মেলবন্ধন এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ। যা আনুষ্ঠানিকভাবে কিং ফাহাদ মসজিদ এবং এডিনবার্গ ইসলামিক সেন্টার নামে পরিচিত, এই মসজিদটি স্কটল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থান হিসেবে পরিগণিত। সাড়ে তিন মিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে নির্মিত এই মসজিদের ডিজাইন করেছেন ড. বাসিল আল বায়াতি। এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করতে ছয় বছরের বেশি সময় লেগেছিল। বর্তমানে এটি মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদটি নির্মাণের আগে এডিনবার্গ শহরে মুসলিমদের চাহিদা মেটানোর মতো বৃহৎ কোনো মসজিদ ছিলনা, মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে একটি বৃহত্তম মসজিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখনই শহরের প্রান কেন্দ্রে এই মসজিদ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প শুরু হয় এবং সেজন্য প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মুসলিমরা সিটি কাউন্সিলের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে। তবে শুরুতে প্রকল্পটি কিছু তহবিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে সৌদি আরবের বাদশাহ খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ এই প্রকল্পের জন্য নব্বই শতাংশ তহবিল অনুদান দেন যা প্রকল্পটির বাস্তবায়নকে সম্ভব করে তোলে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাদশার পুত্র প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন ফাহাদ এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদের উদ্বোধন করেন। মসজিদটি স্থাপত্যগতভাবে ইসলামি ঐতিহ্য ও স্কটল্যান্ডের স্থানীয় স্থাপত্য শৈলীর এক অনন্য মিলনস্থল। লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইসলামিক আর্ট অ্যান্ড আর্কিওলজির অধ্যাপক গেজা ফেহেরওয়ারি মসজিদের নকশাটি সম্পর্কে বলেছেন "স্থাপত্যের উপাদান এবং আলংকারিক বিবরণ মূলত ইসলামি যা প্রধানত তুর্কি ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল, তবে তা স্কটল্যান্ডের স্থাপত্য ও আলংকারিক প্রাচীন রীতিনীতির সাথে সফলভাবে সংযোগ করেছে" মসজিদটির অভ্যন্তরীণ অংশে ঝাড়বাতি, বিশাল এক কার্পেট ও খুব সামান্য আসবাবপত্র রয়েছে যা এক ধরনের নিস্তব্ধতা এবং আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি হাজারের বেশি মুসল্লি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং মহিলারা মূল প্রার্থনা কক্ষটির দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকা একটি আলাদা বারান্দায় সালাত আদায় করেন। এখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ উপলক্ষে মসজিদে ছোট ছোট আলোচনা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মসজিদটি মুসলিম সমাজের অন্যান্য সামাজিক কার্য্যক্রমের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় বক্তৃতা, আরবি ক্যালিগ্রাফি ক্লাস, আরবি ভাষার ক্লাস এবং ইসলামিক সংস্কৃতির প্রদর্শনী। মসজিদটির গ্রন্থাগার মাঝারি আকারের যেখানে কুরআন এবং ইসলামিক বিষয়াবলি নিয়ে বিভিন্ন বই বিক্রি এবং ধার দেয়া হয়। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্য মেলা আয়োজন করে যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। মুসল্লিদের কাছে মসজিদের রান্নাঘরটি বিশেষভাবে পরিচিত কারণ এটি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম জনসাধারণের জন্য খোলা হয় এবং হালাল খাবারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রমজান মাসে ইফতারের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় মুসলমানদের জন্য যেখানে তারা সবাই একত্রিত হয়ে ইফতার করেন। এছাড়া মসজিদটি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং জনগণের কাছে ইসলামিক সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করে। এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে যা শহরের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহমর্মিতা এবং শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। এই মসজিদের স্থাপত্য এবং ইতিহাস একদিকে যেমন ইসলামিক ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে ঠিক তেমনি অন্যদিকে স্কটল্যান্ডের স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। আজও এডিনবার্গ কেন্দ্রীয় মসজিদ শহরের মধ্যে একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে তার অমূল্য অবদান রাখছে এবং এক নতুন যুগের দিশা দেখাচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়কে। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

## কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

# দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

# জানুয়ারি

| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ঈশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০৫ : ২০ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ০২ | ০৩ : ০৩ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪৪ |
| ০২ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ০২ | ০৩ : ০৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪৪ |
| ০৩ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৩ | ০৩ : ০৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪৫ |
| ০৪ | ০৫ : ২১ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৩ | ০৩ : ০৫ | ০৫ : ২৫ | ০৬ : ৪৫ |
| ০৫ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৪ | ০৩ : ০৫ | ০৫ : ২৬ | ০৬ : ৪৬ |
| ০৬ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৪ | ০৩ : ০৬ | ০৫ : ২৬ | ০৬ : ৪৭ |
| ০৭ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ০৫ | ০৩ : ০৭ | ০৫ : ২৭ | ০৬ : ৪৭ |
| ০৮ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৫ | ০৩ : ০৭ | ০৫ : ২৮ | ০৬ : ৪৮ |
| ০৯ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৮ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৪৮ |
| ১০ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৯ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৪৯ |
| ১১ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৬ | ০৩ : ০৯ | ০৫ : ৩০ | ০৬ : ৫০ |
| ১২ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৭ | ০৩ : ১০ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৫০ |
| ১৩ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৭ | ০৩ : ১১ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৫১ |
| ১৪ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১১ | ০৫ : ৩২ | ০৬ : ৫২ |
| ১৫ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১২ | ০৫ : ৩৩ | ০৬ : ৫২ |
| ১৬ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ০৩ : ১৩ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৫৩ |
| ১৭ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৩ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৫৪ |
| ১৮ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৪ | ০৫ : ৩৫ | ০৬ : ৫৪ |
| ১৯ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ০৯ | ০৩ : ১৫ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ৫৫ |
| ২০ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৫ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ৫৫ |
| ২১ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৬ | ০৫ : ৩৭ | ০৬ : ৫৬ |
| ২২ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪২ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৭ | ০৫ : ৩৮ | ০৬ : ৫৭ |
| ২৩ | ০৫ : ২৪ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১০ | ০৩ : ১৭ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ৫৭ |
| ২৪ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৮ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ৫৮ |
| ২৫ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ৫৯ |
| ২৬ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ১৯ | ০৫ : ৪১ | ০৬ : ৫৯ |
| ২৭ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪১ | ১২ : ১১ | ০৩ : ২০ | ০৫ : ৪১ | ০৭ : ০০ |
| ২৮ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২০ | ০৫ : ৪২ | ০৭ : ০০ |
| ২৯ | ০৫ : ২৩ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২১ | ০৫ : ৪৩ | ০৭ : ০১ |
| ৩০ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৪০ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২১ | ০৫ : ৪৪ | ০৭ : ০১ |
| ৩১ | ০৫ : ২২ | ০৬ : ৩৯ | ১২ : ১২ | ০৩ : ২২ | ০৫ : ৪৪ | ০৭ : ০২ |

# الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
# ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

## ভর্তি চলছে

**Spring Semester 2025**

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

## ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

৫০% টিউশন ফি ছাড়

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

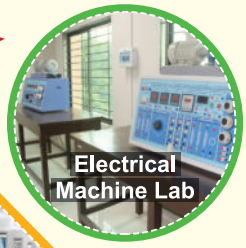


## মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)

  Master of Business Administration (MBA-Regular)

  Master of Business Administration (MBA-Executive)

## বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

**THE WEEKLY ARAFAT,** REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত